# বারোমাসের ছড়া

# বাঁদরামির ছড়া

বুদ্ধদেব বসু



এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
কলকাতা ১২

ছোটোদের জন্য প্রথম কবিতা লিখেছিলাম ১৯২৯ সালে, 'মৌচাক'-সম্পাদকের অনুরোধের অনুপ্রেরণায়। সেই 'নদী-স্বপ্ন' থেকে আরম্ভ ক'রে 'হাওয়ার গান' পর্যন্ত, ছাব্বিশ বছর ধ'রে লেখা এবং বহুকাল ধ'রে জমিয়ে-রাখা কবিতাগুলো, তা থেকে বাছাই ক'রে এই বইটিকে রচনা করা গেলো; এর অধিকাংশ কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিলো 'মৌচাকে'; ঐ পত্রিকা যদি না থাকতো, আর তার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার না হ'তেন, তাহ'লে হয়তো এর কোনো কবিতাই লেখা হ'তো না।

তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে 'পাঠশালা', 'রংমশাল' ও 'দেশে' কোনো-কোনো কবিতা ছাপা হয়েছে; আর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অনুবাদটি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য়।

সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে, বা ইতিপূর্বে প্রচারিত দু-একটি সংকলন-গ্রন্থের সঙ্গে, অনেক কবিতার পাঠ মিলবে না; তার কারণ তাদের পরিমার্জন করেছি বা আংশিকভাবে নতুন ক'রে লিখেছি। এই গ্রন্থের পাঠকেই যেন প্রামাণিক ব'লে ধরা হয়, আমার এই ইচ্ছা এখানে নিবেদন করি।

মনোযোগী পাঠক হয়তো লক্ষ্য করবেন যে এই কবিতাগুলির সুর ক্রমশ গম্ভীর হ'য়ে উঠছে; বয়স-অনুযায়ী মানসিক ঋতু-বদলেরই লক্ষণ এটা; কোনো-কোনো কবিতাকে বয়স্ক-পাঠ্য আখ্যা দিলেও খুব বেশি আপত্তি হবার কথা নয়। ছোটোদের কবিতায় এটা হয়তো দুর্লক্ষণ ব'লে গণ্য হ'তে পারে; কিন্তু আমার ধারণা ছোটোদের আমরা সাধারণত যেমন ভাবি তেমন ছোটো তারা নয়, এবং সাবালক মানুষের মধ্যেও শৈশব-স্মৃতি অনবরত কাজ ক'রে যায়। অর্থাৎ এই রচনাগুলির আবেদন, যদি কিছু থাকে, সব বয়সের কবিতা-পাঠকের কাছেই গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব। 'মৌচাকে' আমার প্রথম কবিতা ছাপা হবার পর যে-পাঠিকার সেটি এতদূর ভালো লেগেছিলো যে তিনি সম্পাদককে চিঠি লিখে তা জানিয়েছিলেন, তাঁর যদি আজকের দিনেও কবিতা পড়ার

অভ্যেস থাকে, তাহ'লে এই বইয়ে তাঁর বর্তমান রুচির পক্ষেও অনুমোদন-যোগ্য কিছু পাবেন ব'লে মনে করি; এবং যারা আজকের দিনে তাঁর তৎকালীন বয়সে পৌঁচেছে, বা ভবিষ্যতে পৌঁছবে, তাদেরও কারো-কারো পক্ষে তেমনি ক'রে সাড়া দেবার উপকরণ রইলো। এইটুকুই আমার তৃপ্তি—অন্তত, আশা।

কলকাতা বু. ব.

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

# সূচীপত্র

## আবন্ত



## আরো

## বারোমাসের ছড়া

# আরম্ভ

১৯২৯-৩০

তোমরা কি কেউ আমার এ-বই পড়বে ?
বাজে কথা, কাজের কথা নয়।
বাজে কথা, মজার কথা,
নয়কো রাজা-প্রজার কথা,
স্বপ্নে-শোনা আজগুবি সব গল্প-গুজব ;
জলের কথা, হাওয়ার কথা,
পরির আসা-যাওয়ার কথা,
রাঙা রোদের, ভাঙা চাঁদের গল্প-গুজব—
শুনবে তারা, যারা এ-বই
পড়বে।

তোমরা কি কেউ আমার এ-বই পড়বে ?
মজার কথা, বোঝার কথা নয়।
একটু আলো, একটু ছায়া,
ইচ্ছে-ভরা তুষ্টু ছায়া,
মেঘের মতো অনেক রঙে রং-চড়ানো ;
চাঁদের আলো, রোদের আলো,
ঘুমের মতো মোমের আলো,
স্বপ্নে ভরা আবছা আলো চোখ-জড়ানো—
দেখবে তারা, যারা এ-বই
পড়বে।

## পরিমল-কে

পদ্য যদি লিখতে তুমি, পরিমল,
মুগ্ধ হতাম সকলে,
হার মানাতে নামজাদা সব কবিদের
ছন্দ-মিলের দখলে।
যত কথা—আজগুবি আর অসম্ভব
ঘুরছে তোমার মগজে,
দয়া ক'রে কলম নিয়ে একটানা
লিখতে যদি কাগজে !
কিন্তু তুমি নিজে কিছুই লিখলে না—
আমায় দিলে উৎসাহ,
তুমি আমায় করলে তোমার রাজকবি,
আমি তোমায় বাদশাহ।

ফল যা হ'লো, দেখতে তো তা পাচ্ছোই—
এই যে ছোটো বইখানা,
আগাগোড়া একটি ছড়াও নেই এতে
তোমার যেটা নয় জানা।
পাবো অনেক নিন্দে, খানিক প্রশংসা,
কে-ই বা গায়ে তা মাখে!
ভালোবাসার সঙ্গে দিলাম, পরিমল,
আমার এ-বই তোমাকে।

আমরা যখন ছোটো ছিলাম, পরিমল,
মনে কি নেই কী হ'তো?
ইচ্ছে হ'লেই চ'লে যেতাম ইস্পাহান,
কটোপাক্সি, কিয়োতো।
জ্যোছনা-রাতে দেখতে পেতাম পরিদের
জানলা থেকে লুকিয়ে,
অন্ধকারে ভূতের পায়ের আওয়াজে
রক্ত যেতো শুকিয়ে।
এখন—মোরা যেথায় আছি, দিনরাত
আটকে আছি সেখানেই,

চাঁদের আলোয় নাচে না আর পরিরা,
ভূত-পেরেতের দেখা নেই।
কিন্তু তোমার সঙ্গে থেকে, পরিমল,
ফিরলো মনে সেই সব,
মনে হ'লো রাখবো বেঁধে কবিতায়
তোমার আমার শৈশব।
অমনি, ছ্যাখো, কাগজ নিলাম একরাশ,
কালি নিলাম দোয়াতে,
যা লিখেছি উজাড় ক'রে, পরিমল,
দিলাম তোমার ত্থ-হাতে।

## পদ্য লেখা

পদ্য লেখা সবার কর্ম নয়,
পদ্য বোঝা, তাও বা ক-জন পারে ?
পদ্য যারা ভালোবাসে, এমন
খুব বেশি লোক দেখিনি সংসারে।
পদ্য যারা লেখে, তারাই পড়ে,
যারা পড়ে, তারাই আবার লেখে ;
তা ছাড়া, আর বলতে পারি গুনে
বাংলাদেশে পদ্য পড়েন কে-কে।

আমি না-হয় অনেক কপালগুণে
ইচ্ছেমতো পদ্য লিখতে পারি,
কিন্তু যদি না-ই পড়ে কেউ, তবে
লিখে আমার লাভ হবে তো ভারি !
বড়ো এবং বুড়ো যাঁরা, তাঁদের
আড্ডা ছেড়ে বাইরে এলাম চ'লে,
ছুটে এলো ছেলেমেয়ের দল
আমার মুখে ছড়া শুনবে ব'লে।

যাদের চোখে ছন্দ টলমল
মুখে যাদের মিলের ছড়াছড়ি,
লোকে তাদের ছেলেমানুষ বলুক
আমার ভাষায় তাদের নামই পরি।
পরির মতো ওরা আমায় ঘিরে
দাঁড়ালো সব ছোট্ট ছেলেমেয়ে,
তাই শোনালাম পরির নাচের ছড়া
নাচে ভরা ওদের চোখে চেয়ে।

## নদী-স্বপ্ন

কোথায় চলেছো ? এদিকে এসো না !
দুটো কথা শোনো দিকি,
এই নাও—এই চকচকে, ছোটো,
নতুন রুপোর সিকি ।
ছোকান্নুর কাছে দুটো আনি আছে,
তোমায় দিচ্ছি তাও,
আমাদের যদি তোমার সঙ্গে
নৌকোয় তুলে নাও ।
নৌকো তোমার ঘাটে বাঁধা আছে—
যাবে কি অনেক দূরে ?
পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো
মোরে আর ছোকান্নুরে ।
আমারে চেনো না ? আমি-যে কানাই !
ছোকান্নু আমার বোন ।
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা
মেঘনা, পদ্মা, শোন ।
দিদি মোরে ডাকে গোবিন্দচাঁদ,
মা ডাকে চাঁদের আলো,
মাথা খাও, মাঝি, কথা রাখো—তুমি
লক্ষ্মী, মিষ্টি, ভালো ।
বাবা বলেছেন বড়ো হ'য়ে আমি
হবো বাংলার লাট,
তখন তোমাকে দিয়ে দেবো মোর
ছেলেবেলাকার খাট ।
শোনো, মা এখন ঘুমিয়ে আছেন,
দিদি গেছে ইশকুলে,

এই ফাঁকে মোরে—আর ছোকান্নুরে—
নৌকোয় নাও তুলে।
কোনো ভয় নেই—বাবার বকুনি
তোমায় হবে না খেতে,
যত দোষ সব আমরা—না, আমি
একা নেবো মাথা পেতে
কিচ্ছু ভেবো না—আমরা হালকা,
নৌকো ডুববে না,
দেখবে খুশির তালে-তালে দুলে
চলবে তোমার না'।

নেক রঙের পাল আছে, মাঝি?
বেগনি, বাদামি, লাল?
লদেও?—তবে সেটা দাও আজ,
বেগনিটা দিয়ো কাল।
সবগুলো নদী দেখাবে কিন্তু!—
আগে পদ্মায় চলো,
দু পুরের রোদে ঝলমল জল
ব'য়ে যায় ছলোছলো।
শুয়ে-শুয়ে দেখি অবাক আকাশ,
আকাশ ম—স্ত বড়ো,
পৃথিবীর সব নীল রং বুঝি
সেখানে করেছে জড়ো।
ায়ের পুজোর ঘরটির মতো,
একটু ময়লা নেই,
াকাশটারে কে নিকোয় এমন
বুঝি না কিচ্ছুতেই।

ঝাঁকে-ঝাঁকে বেঁকে ঐ ভ্যাখো পাখি
উড়ে চ'লে যায় দূরে,
উঁচু থেকে ওরা দেখতে কি পায়
মোরে আর ছোকান্নুরে ?
ওটা কী ? জেলের নৌকো ? —তাই তো !
জাল টেনে তোলা দায়,

রুপোলি নদীর রুপোলি ইলিশ—
ইশ, চোখে ঝলসায় !
ওটা চর বুঝি ? একটু রাখো না !—
এ তো ভারি সুন্দর,
এ যেন নতুন কার্পেট পাতা —
এই পদ্মার চর ?
ছোকান্নু, চল রে স্নান ক'রে আসি
দিয়ে সাতশোটা ডুব,
ঝাঁপিয়ে-দাপিয়ে টলটলে জলে
নাইতে ফুর্তি খুব ।

ইলিশ কিনলে ? —আঃ, বেশ, বেশ,
তুমি খুব ভালো, মাঝি !
উনুন ধরাও, ছোকানু দেখাক
রান্নার কারসাজি ।
পইঠায় ব'সে ধোঁয়া-ওঠা ভাত,
টাটকা ইলিশ-ভাজা—
ছোকানু রে, তুই আকাশের রানী,
আমি পদ্মার রাজা !

খাওয়া হ'লো শেষ, আবার চলছি,
দুলছে ছোট্ট নাও,
হালকা নরম হাওয়ায় তোমার
লাল পাল তুলে দাও ।
দেখি ব'সে-ব'সে আকাশের রং—
কী আশ্চর্য নীল,
ছোটো পাখি আরো ছোটো হ'য়ে যায়—
আকাশের মুখে তিল ।
সারাদিন গেলো, সূর্য লুকোলো
জলের তলার ঘরে,
সোনা হ'য়ে জ্ব'লে পদ্মার জল
কালো হ'লো তার পরে ।
সন্ধ্যার বুকে তারা ফুটে ওঠে—
এবার নামাও পাল,
গান ধরো, মাঝি ; জলের শব্দ
ঝুপঝুপ দেবে তাল ।
ছোকানুর চোখ ঘুমে ঢুলে আসে—
আমি ঠিক জেগে আছি,

গান গাওয়া হ'লে আমায় অনেক
গল্প বলবে, মাঝি ?
শুনতে-শুনতে আমিও ঘুমোই
বিছানা বালিশ বিনা—
মাঝি, তুমি দেখো ছোকানুরে, ভাই,
ও বড়োই ভিতু কিনা।
আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না,
আমি তো বড়োই প্রায়,
ঝড় এলে ডেকো আমারে—ছোকানু
যেন সুখে ঘুম যায়।
সব নাও, মাঝি, চকচকে সিকি,
এই আনি দুটো, তাও !
লক্ষ্মী তো, মোরে—আর ছোকানুরে—
নৌকোয় তুলে নাও।

## আকাশ-স্বপ্ন

আকাশ ভ'রে যে মেঘ ক'রে এলো,
ছোকান্নু, এখানে আয় ;
আয় দু-জনায় বসি রাস্তার
ধারে এই জানালায়।
কেমন যে তুই করিস, ছোকান্নু,
এমন কী তোর কাজ ?
দিদির কাছে সে-নতুন গানটা
না-ই বা শিখলি আজ।
কী যে তোর এক বিশ্রী খেয়াল
গল্পের বই পড়া,
তার চেয়ে ঢের ভালো—তুই বল !—
নয় কি গল্প করা ?
সেই গল্পটা আজকে আমায়
বল না— না, থাক, শোন-
দেখছিস ? —ঐ কালো হ'য়ে এলো
আকাশের সব কোণ।
দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, চারদিক হ'লো
হঠাৎ অন্ধকার,
কে যেন আসবে—চুপ ক'রে সব
শব্দ শুনছে তার।
এক ঝাঁক পাখি মেঘের মধ্যে
হাওয়ায় দিচ্ছে পাড়ি,
আকাশ ছাড়িয়ে অন্য আকাশে
আছে কি ওদের বাড়ি ?

আচ্ছা, ছোকানু, আকাশ যখন
মেঘে-মেঘে ছেয়ে যায়,
উড়ে যেতে তোর ইচ্ছে করে না
ঐ দূর কিনারায় ?
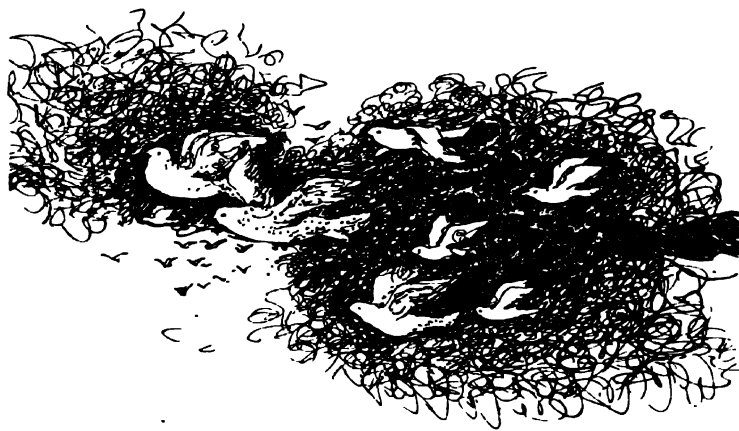
আমি বলি, শোন, যদি পাই এক
ছোট্ট এরোপ্লেন—
পাগল ! আমরা চুপি-চুপি যাবো,
মা কী ক'রে জানবেন ?—
তোকে নিয়ে তবে উড়ে চ'লে যাই,
সব থাক নিচে প'ড়ে,
মেঘের উপরে, তারার উপরে
ছুটবো ভীষণ জোরে।
উঃ, সে কী মজা ! —সত্যি, ছোকানু,
তুই যদি হোস রাজি,
পড়াশুনো ছেড়ে আজই তবে হই
উড়ো জাহাজের মাঝি।

শূন্য ঘুরবে আমাদের ঘিরে,
গর্জাবে এঞ্জিন,
পাহাড় পেরিয়ে, সাগর ডিঙিয়ে
ছুটছি রাত্রিদিন।
এ-ধারে, ও-ধারে, সামনে, পিছনে
কিস্ছু কোথাও নেই,
মনে হয় যেন সকল আকাশ
আমাদের জন্যেই।
রাত্রে অবাক তারারা করবে
চোখে-চোখে কানাকানি—
ছোকানু রে, আমি আকাশের রাজা
তুই তারাদের রানী।

দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, বাইরে উঠলো
উঃ —কী দারুণ ঝড়!
হাজার হাওয়ারে সাপের মতন
নাচায় কে বাজিকর।

তবু হাওয়া সে কি পোষ মানে ! দেয়
পাগল ঝাপটে শিষ,
বৃষ্টি বাজায় বাজনা কেমন
শার্সিতে —শুনছিস ?
দিন যেন আজ রাত হ'য়ে গেছে
এ তো ভারি অদ্ভুত !
বাজের শব্দে কাৎরে লাফিয়ে
জ্ব'লে ওঠে বিদ্যুৎ।
ভয় ?—বোকা মেয়ে ! —আমি আছি, ছাখ,
ওস্তাদ কাপ্তেন,
পাগল ঝড়ের মুখে প'ড়ে গেছে
আমাদের ছোটো প্লেন।
তা ব'লে কি ভয় ? —এ তো আরো মজা !—
অন্ধ আকাশটাকে
লাল বিদ্যুতে আলো ক'রে দিয়ে
বজ্র যখন হাঁকে।
গুরুগুরু বাজ, ঝরোঝরো জল,
বাতাসের চীৎকার—
বৃষ্টি পেরিয়ে, রাত্রি ছাড়িয়ে
আকাশ হচ্ছি পার।
সকল শব্দ ছাপিয়ে আমার
এঞ্জিন গর্জায়,
যত হোক ঝড়, সব যেন তার
কাছে এলে ভয় পায়।
দিকে-দিকে ঘন মেঘের ফাটলে
বিদ্যুৎ-ঝলকানি।
তার মাঝে তোকে করবো, ছোকান্নু,
সারা আকাশের রানী।

*　　*　　*

আরে, কী কাণ্ড! হঠাৎ যে সব
থেমে গেলো এক ফুঁয়ে,
বৃষ্টির জল আকাশের যত
ময়লা নিয়েছে ধুয়ে।
নতুন নীলের ঝলমল সাজ—
হাসি ধরে না তো আর,
সবুজ হাওয়ায় সন্ধ্যার সোনা
ঝরছে চমৎকার।
সূর্যের শেষ আলো যেইখানে
সন্ধ্যাছায়ায় মেশে,
আমরা দু-জন যাবো এইবার
সেই স্বপ্নের দেশে।
—সত্যি বলছি, ছোকানু রে, শুধু
তুই যদি হোস রাজি,
ইশকুল ছেড়ে এক্ষুনি হই
উড়ো জাহাজের মাঝি।
তোকে তুলে নিয়ে ওড়াবো আকাশে
ছোট্ট এরোপ্লেন—
পাগল! আমরা চুপি-চুপি যাবো,
মা কী ক'রে জানবেন!

## কী মজা !

তারারা উড়ছে সব ঘোড়ায় চ'ড়ে
সে-কথা জানো ?
হাওয়ার চুলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধ'রে—
সে-কথা মানো ?
ঘুরছে হাওয়ায় ওরা উড়ছে জোরে
ঘোড়ার চুলের ঝুঁটি মুঠোয় ভ'রে
শক্ত ক'রে ;—
ছুটছে ফিনিক, যেন রক্তমানিক
আকাশ ভ'রে,
ফুলকি ফোটে, যেন উল্কা ছোটে
আকাশ ভ'রে !—
চুপ করো, চোখ মেলো ; দেখে যাও, দেখে যাও, দেখে যাও।

ঈগলের মতো ডানা, এমন ঘোড়া—
লাল আর নীল !
আগুনের মতো ডানা, এমন ঘোড়া
লাল আর নীল !
বেগনি, সোনালি আর হলদে ঝিলিক
লাল আর নীল !

হাওয়ার ঢেউয়ের বাসা সমুদ্দুর,
ঐ আকাশে।

জলের ঢেউয়ের থেকে অনেক দূর,
ঐ আকাশে।
ছায়াপথ ছেয়ে আছে ফেনার মতো,
জোয়ার-ঢেউয়ের মুখে ফুলের মতো,
ঐ আকাশে।
ঘোড়ার মুখের ফেনা ফুলের মতো
ঐ আকাশে।
ওরা কাতারে কাতার দেয় হাওয়ায় সাঁতার,
নেড়ে ঈগল-ডানা দেয় স্বর্গে হানা ;—
চুপ করো, চোখ মেলো ; দেখে নাও, দেখে নাও, দেখে নাও।

তারারা ঘোড়ায় চ'ড়ে দিচ্ছে পাড়ি,
মজা রে মজা !
উজ্জ্বল ঝলমল ঘোড়ার সারি—
কী মজা !
চলছে পাল্লা দিয়ে, দিচ্ছে আড়ি,
দুলছে ঘাড়ের 'পরে কেশর ভারি—
মজা রে মজা !

উড়ছে ধুলো, যেন তারার গুড়ো,
ফিনকি ফোটে, যেন উল্কা ছোটে—
আকাশে আগুন-ডানা ঝাপটায়, ঝাপটায়, ঝাপটায়

মিটমিট তারাগুলো নয়কো রাতের
রঙিন কুপি,
সোনার কাপড় পরা, মাথায় তাদের
রুপোর টুপি।
আলোর কাপড় পরা দেবতা ওরা—
লাল আর নীল,
ঈগল-ঘোড়ায় চড়া দেবতা ওরা—
লাল আর নীল।
লাল নীল ঝিলমিল, ঝলমল উজ্জ্বল ঐ আকাশে,
স্বর্গের মাঠভরা ঝিকমিক ঝিলমিল আলোর ঘোড়া ;—
চুপ করো, চোখ মেলো, চোখ ভ'রে দেখে নাও, দেখে নাও।

## পরিরা

বুলবুলি বলে, "জানিস, আমি কী দেখেছি কালকে রাতে,
হঠাৎ যখন ঘুম ভেঙে গিয়ে চোখ মেলে তাকালাম ?
আমাদের ঐ ফুলের বাগানে ফুটফুটে জ্যোছনাতে
ধবধবে সব পরিরা বসেছে ; -- চারদিক নিঃঝাম !
চুপি-চুপি উঠে ঘরের বাইরে গেলাম দরজা খুলি'—"

মা বলেন, "তুই চুপ কর, বুলবুলি !
নিজে না পড়িস, ওরা পড়ছে তো, কেন গোল করছিস ?"
ডলি হেসে বলে, "কেমন জব্দ, শুয়ে থাক গিয়ে, যা !"
ভানু শেষে বলে, "না-হয় তো এসে পিট্টি দেবেন মা !"

বুলবুলি বলে, "ঈশ্ !"

বুলবুলি বলে, "দাঁড়ালাম গিয়ে বাইরে বারান্দাতে ;
শাদা জ্যোছনায় ফাঁকা মাঝরাতে শাদা পরিদের মেলা।
একটু পরেই উঠলো সবাই, ধরলো এ ওর হাতে—
শুরু হ'য়ে গেলো ওদের ফুর্তি — পরির নাচের খেলা।
ঝলমল করে ঝাঁ-ঝাঁ জ্যোছনায় ঝাপসা পোশাকগুলি—"

মা বলেন, "তুই চুপ কর বুলবুলি!
শুনিসনে কথা? এক্ষুনি থাম! ভারি অবাধ্য! নাঃ!"
ডলি হেসে বলে, "বুলবুলি, তুই খেপেছিস নিশ্চয়!"
ভানু শেষে বলে, "পরিরা গল্প, সত্যি কখনো নয়।"

বুলবুলি বলে, "যাঃ!"

বুলবুলি বলে, "হালকা হাত-পা, ছোট্ট পাৎলা পাখা,
ফড়িঙের মতো ফুরফুর ক'রে ঘুরে-ঘুরে ওরা ওড়ে ;
ফড়িঙের মতো পরির শরীর —হাওয়ার মতন ফাঁকা—
ছুটোছুটি আর লুটোপুটি আর খুনসুটি রাত ভ'রে।
নাচ আর খেলা, খেলা আর মজা, হাত ধ'রে, রাত ভোর—"

মা বলেন, "এই, বুলবুলি, চুপ কর!
ভালো চাস যদি, চুপ কর তুই— নয়তো আনছি বেত!"
ডলি হেসে বলে, "এখনো আছিস, বুলবুলি, তুই booby!"
ভানু শেষে বলে, "পরিরা মিথ্যে, বাজে কথা, আজগুবি।"

বুলবুলি বলে, "ধ্যেৎ।"

বুলবুলি বলে, "খেলা আর মজা, মজা আর খেলা খালি,
উড়ে-উড়ে চলে, ঘুরে-ঘুরে করে লুটোপুটি, ছুটোছুটি ;
নাচ আর গান, গান আর সুর, হাসি আর হাততালি,
এখানে, ওখানে, কখনো মাটিতে— কখনো আকাশে উঠি'।

বাগানে গড়ায়, আকাশে বেড়ায়, বাতাসেতে দেয় ডুব—"
মা বলেন, "এই ! বুলবুলি ! এই চুপ !
ফের যদি তোর কথা শুনি তবে হাড় ক'রে দেবো গুঁড়ো।"
ডলি হেসে বলে, "তোর কোনোদিন বুদ্ধি হবে না নাকি ?"
ভানু শেষে বলে, "পরিরা বানানো—বাজে, বুজরুকি, ফাঁকি।"
বুলবুলি বলে, "দূর— ও !"

## রামধনু

'বীরু, বুলু, রবি সব ছুটে আয়—
তিনু, মিলি আর মনু,
চাস যদি তোরা দেখতে একটা
সাতরঙা রামধনু !
বাবা-মা এসো গো, বামা-ঝি, রামজী,
এসো ছোড়-দাদা, ন'দি—
আকাশ-জোড়া এ-রামধনু চাও
দেখতে যদি।'

ছোট্ট কমল, দুষ্টু কমল
ভুলে গিয়ে বল খেলা,
চীৎকার ক'রে ডাকলো সবায়
সেদিন বিকেলবেলা।
বৃষ্টির পরে ঝিকিমিকি রোদ,
ঝিলিমিলি রামধনু।

ছুটে এলো রবি, বীরু আর বুলু,
মিলি আর তিনু, মনু।
ছোট্ট পায়ের শব্দে, পাখির
কিচিরমিচির চুপ।
হালকা হাতের হাততালি শুনে
গাছগুলি খুশি খুব।
মিষ্টি কথার ঢিল খেয়ে-খেয়ে
ফুলপাতা টলোমল—
ছোট্ট কমল, দুষ্টু কমল,
মিষ্টি কমল !

মিষ্টি সবাই, দুষ্টু সবাই
ছোট্ট সবাই—
ঠিকরে কোথায় ছুটে ছিটকায়,
নেই ঠিক-ঠিকানাই।
বুলু, বীরু, রবি চোখ তুলে চায়,
মিলি, তিনু আর মনু—
লাফায়, চ্যাঁচায়, চোখ তুলে চায়,
চোখ তুলে ছাখে আকাশের গায়
ঝলমল রামধনু।

মা-বাবা তখন চায়ের টেবিলে,
বামা-ঝি সাজছে পান,
রামজী হেঁশেলে মশলা পিষছে,
ছোড়দা করছে স্নান।
ছোটো আরশিতে চুলের খোঁপাটা
দেখছে ন'দি ;—
'শিগগির ছুটে এসো, রামধনু
দেখবে যদি—'
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো কমল,
বীরু, বুলু, মিলি, মন্টু ;—
আকাশের গায় এক মিনিটের
সাতরঙা রামধনু।

পেয়ালা ফুরোলে মা-বাবা গেলেন :
ন'দি, খোঁপা ঠিক ক'রে ;
ছোড়দাও এলো— গন্ধ-রুমাল
পকেটে ভ'রে।
বামা-ঝি এলো না— সাজছে সে পান
একলা ব'সে,
রামজী এলো না— রাতে রান্নার
মশলা পিষছে ক'ষে।

বাবা-মা বলেন, 'কোথায় ? কোথায় ?'
ন'দি এসে বলে, 'কই ?'
ছোড়দা বলছে, 'কিছু তো দেখিনে,
আকাশে আকাশ বই।'

ওরা সাতজনে ছুটোছুটি করে,
হাততালি দিয়ে নাচে,
ওরা সাতজনে উল্টিয়ে পড়ে,
হেসে না বাঁচে।
'আমরা দেখেছি, আমরা দেখেছি,
তোমরা জব্দ হ'লে!'
টুষ্টু কমল নাচে আর হাসে
এ-কথা ব'লে।
বীরু, বুলু, রবি নাচে আর হাসে,
তিনু, মিলি আর মনু—
'আমরা দেখেছি—আমরা দেখেছি
ঝলমল রামধনু!'

## কাঁচা আম

কাঁচা আম ! —নাম নিতে জিভে জল আসে,
সকল স্বাদের সেরা টক।
কুচি-কুচি কাঁচা আম—নুন আর ঝাল—
মুখ-চকচক।

নিঝুম দুপুর বেলা, দারুণ গরম :
পাটি পেতে মা দিলেন ডাক,
'এই তোরা আয় সব, একটু ঘুমুবি
দুষ্টুমি রাখ।'

খসিলো মাসিকপত্র মা-র হাত থেকে,
পাশ ফিরে ঘুমোলেন তিনি।
শোনা গেলো সাথে-সাথে চুপি-চুপি কথা :
'এই -ওঠ, মিনি !'

এক ফোঁটা ঘুম নেই চার জোড়া চোখে :
চুপিচুপি উঠে গেলো ওরা,
চুপচাপ চটপট লেগে গেলো কাজে
হাত চার জোড়া।

মায়ের আঁচল থেকে ভাঁড়ারের চাবি
চোখের পলকে গেলো উড়ে,
হাসি চেপে রাখা দায় ! মুখ ফেটে ফোটে,
ওঠে পেট ফুঁড়ে।

পান্নুর পকেট থেকে ঝকঝকে চাকু :
পারুল এসেছে নিয়ে নুন ;
মিনির আঁচলে লঙ্কা ; কাসুন্দির শিশি
এনেছে অরুণ।

কাটা হ'লো, মাখা হ'লো ; কোনো কথা নেই,
মিশ খায় ঝাল, ঝাঁঝ, টক,
কুচি-কুচি কাটে দাঁত ; তারপর শুধু
মুখ-চকচক।

## ঘুমের সময়

জ্বলিছে নরম মোম
ছোটো মোর ঘরে,
জ্বলিছে নতুন চাঁদ
মেঘের শিয়রে।
এক মুঠো ছোটো চাঁদ,
কত আলো তার,
এক মুঠো মিঠে আলো
বালিশে আমার।
মোমের নরম চোখে
স্বপ্নেরা ঝরে,
ঘুমের নরম চুমো
দুই চোখ ভ'রে।

## মা, তুমি যখন

মা, তুমি যখন চুপি-চুপি এসে
আমার ঘরে
চুমো খেয়ে যাও আমার দু-গাল,
কপাল ভ'রে—
চুপ ক'রে আমি শুয়ে থাকি রোজ
চক্ষু বুজে,
তুমি মনে ভাবো, ঘুমিয়ে পড়েছি—
লক্ষ্মী ছেলে !
তাই চারদিকে দাও ভালো ক'রে
মশারি গুঁজে,

গরম পড়লে চাদরটা দাও
গা থেকে ফেলে।

মা, তুমি একলা ঘরে রেখে যাও
যেই আমারে,
অমনি লাফিয়ে জেগে উঠে বসি
অন্ধকারে।
বাইরে তাকাই, একটু আকাশে
অনেক তারা
জ্বলে ঝলমল রাতের শিশিরে
মুখটি মেজে।
আমি দেখি ব'সে ; মোর মুখে থাকে
তাকিয়ে তারা—
নিচের ঘড়িতে একে-একে যায়
ঘণ্টা বেজে।

## আমার এ-বই

সব বয়সের সব শিশুদের তরে
আমার এ-বই,
মনে যাদের আনন্দ না ধরে,
মুখে যাদের অঝোর হাসি ঝরে,
চোখের কোণে স্বপ্ন খেলা করে,
তাদের তরে আদর রাখে ধ'রে,
আমার এ-বই।

আকাশ যারা দেখতে ভালোবাসে
তাদের তরে—
পথ চলতে তাকায় আশে-পাশে
হলদে পাখি, হালকা-ছোঁওয়া ঘাসে,
খেলার টানে ভেলার মতো ভাসে,
তাদের ভালোবাসার আশা করে
আমার এ-বই।

# আরো

( ১৯৩১-৪৪ )

লাল ফুল, তোরে রাঙালো কে ?
লাল ফুল, তোরে রাঙালো কে ?
ঘুমিয়ে ছিলি যে নিজের গন্ধে—
তোর সেই ঘুম ভাঙালো কে ?

ছোটো পাখি, তুই কোথা থেকে,
এত সুখ তোর কোথা থেকে ?
ছোটো দুটি পাখা খুশির হাওয়ায়
কেবল কাঁপছে থেকে-থেকে।
আমি ব'সে আছি খবর-কাগজে মুখ ঢেকে !

ছোটো খোকা, তুই কাকে দেখে,
এত হাসি তোর কাকে দেখে ?
একা সারাবেলা, হাসি আর খেলা
ফোয়ারার মতো ঝ'রে পড়ে।
এক ঘর লোক—আমি আছি যেন একা ঘরে :

*　　　　*　　　　*

আমার মনের কথার ফুল
সেই লাল ফুল রাঙালো কে ?
ঘুমোনো মনেরে জাগালো কে ?
আমার মনের ছোটো-ছোটো পাখি
উড়ে চলে কোন ভোরবেলায়—
এত কথা আসে কোথা থেকে ?

## প্রজাপতি

প্রজাপতি, তুই কেন এত চঞ্চল ?
প্রজাপতি, তুই কেন এত সুন্দর ?
রোদে ঝলোমলো তোর দুটি ছোটো পাখা
রামধনু-ভাঙা রঙের গুঁড়োয় মাখা,
রামধনু-রাঙা আলোর ঝলকে আঁকা।

আমি ছোটো ছেলে, চুপ ক'রে চেয়ে থাকি,
তোকে দেখে-দেখে রঙে ভ'রে যায় আঁখি।

মোর চোখ, সে কি তোর মতো সুন্দর ?
মোর চোখ, সে তো তোরি মতো চঞ্চল।
চোখ যেতে চায় অনেক, অনেক দূরে,
হালকা হাওয়ায় নতুন আকাশে উড়ে,
হালকা পাখায় মেঘে-মেঘে ঘুরে-ঘুরে।

কোথায় সে-দেশ, জানি না তো তার নাম,
কত সে দূরের ? কেমন সে নিঃঝাম ?

প্রজাপতি, তুই মোর চেয়ে সুন্দর।
প্রজাপতি, তুই মোর মতো চঞ্চল ?
পাখা কাঁপে তোর উছল আলোর নাচে,
তবু কেন তুই এত কাছে, এত কাছে ?
দেখে আসবি না, আকাশ-পারে কী আছে ?

আমার কেবল চেয়ে থাকা আর চাওয়া,
আমি ছোটো ছেলে, বারণ বাইরে যাওয়া।

## কে ?

( William Blake-এর অনুসরণে )

সূর্যেরে কে জ্বালায়,
সিন্ধুরে কে চালায়,
        তোমরা বলিতে পারো কেউ ?
বাতাসেরে কে তাড়ায়
চুপচাপ ইশারায়,
        নদীতে তুলিয়া যায় ঢেউ ?
আঁধার আকাশ-তলে
তারাগুলো ঠিক চলে—
        নিয়ে যায় পথ দেখিয়ে কে ?
যে-বাঘ মানুষ খায়,
কে দিয়েছে তার গায়
        এত সুন্দর রং মেখে ?
আকাশে মেঘের খেলা
দেখি ব'সে সারাবেলা—
        বেগনি, গোলাপি, শাদা, নীল :—
থেকে-থেকে আলো-ছায়া,
কত না রূপের মায়া,
        অদ্ভুত রঙের মিছিল।
আকাশটা খালি দেখে
কে যে ছবি যায় এঁকে,
        আঁকে যদি, কেন মুছে ফ্যালে ?

সে-ই বুঝি শ্যাওলায়
আলপনা এঁকে যায়
ঘাটলায়, উঠোনে, দেয়ালে ?

সূর্যেরে যে জ্বালায়,
সিন্ধুরে যে চালায়,
সে-ই কি রে বানিয়েছে তোকে ?
আকাশেরে যে রাঙালো,
সে-ই দিলো এত আলো
মেখে তোর কালো দুই চোখে ?
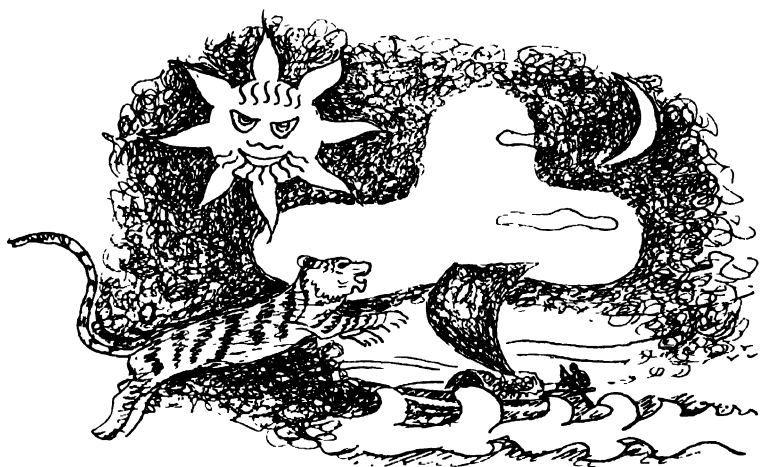
বনের ভীষণ বাঘে
উল্কি পরালো দাগে,
সেই হাতে গড়া তোর চুল ?
গোল তোর ঠোঁট দুটি ?
লাল গাল ? ছোটো মুঠি ?
টোল-খাওয়া নরম আঙুল ?

খোকা তোর কালো চোখ,
টুকটুকে রাঙা নখ,
ছোটো তিল ঠোঁটের কোণায়—
সবি গড়া সেই হাতে-
আকাশে আঁধার রাতে
তারাদের পথ যে চেনায় ?
এত হাসি তোর মুখে
দেখে বুক ভরে সুখে
সে কি তোকে খুব ভালোবাসে ?
কেন তোর এত হাসি—
মুঠো-মুঠো, রাশি-রাশি ?
সে কি এসে বসে তোর পাশে ?

খোকা, তোর ভালো হোক,
খোকা, তোর ভালো হোক :
বাঘের ভীষণ নখ
আর তোর কালো চোখ,
বাঘের ভীষণ চোখ
আর তোর রাঙা নখ-
এক হাতে তৈরি কি সব ?
এও কি রে হয় সম্ভব ?
সেই ভয়ানক হাত,
মিষ্টি, নরম হাত
কোথা থেকে দিনে-রাতে
আছে তোর সাথে-সাথে—
তাই তোর নেই কোনো ভয় ?
কেমনে যে এ-রকম হয় !

আমি তোকে ভালোবাসি ;
খোকা, তোকে ভালোবাসি ;
আমি যত ভালোবাসি
তারো চেয়ে আরো বেশি
সেই হাত ভালোবাসে ;
সেই হাত ভালোবেসে
আছে তোর পাশে-পাশে,
তাই তোরে ভালোবেসে
এত সুখ, এত হাসি,
মুঠো-মুঠো, রাশি-রাশি।

## চিন্তাতে

মা গো, তুমি যতই কেন করো না মুখভার,
এখান থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছিনেকো আর
ভাগ্য যদি ভালো থাকে তাহ'লে একদিন
হবোই আমি ইস্টেশনের কর্তা এখানকার।

যতই তুমি সাধো না মা, যতই তুমি বোঝাও,
এখান থেকে এ-জন্মে আর নড়ছিনে এক পা-ও।
ব'সে-ব'সে ভাববো কোথায় গেছে রেলের লাইন-
বড়ো হ'য়ে হবো হেথায় স্টেশন-মাস্টার।

বাবা যতই রাগুন শুনে, এই হ'লো মোর গোঁ,
হবো নাকো উকিল, নাজির কিংবা কানুনগো।
বারিস্টর কি মাজিস্টর, মা, হবো না কিচ্ছুতেই—
দাদারা সব ও-সব হবে, মুখ রাখবে মা-র।

কী যে মজা হবে, মা গো, ভাবতে পারো না,
অত্ত বড়ো রেলের গাড়ি নড়ে না এক পা।
প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে এক্কেবারে চুপ,
ঘণ্টা দিলুম, ছুটলো গাড়ি, সোজা ওয়াল্টায়ার।

গড়গড়িয়ে ছুটে এলো মান্দ্রাজের গাড়ি,
সাতশো মাইল ছুটে এসে ফোঁশফোঁশানি ভারি।
ব্যস্তবাগিশ ডাকের গাড়ি প্রকাণ্ড এঞ্জিন—
তাকে বলি দাঁড়াও বাপু আড়াই মিনিট আর।

গাড়িখানার ভাব যেন, মা, যাবেন কলম্বো,
কোনোমতেই সইবে না আধ মিনিট বিলম্ব।
আমি তাকে কানে ধ'রে দাঁড় করিয়ে রাখি—
হাম্বড়া ভাব হাবড়া যাবেন, কেমন জব্দ এবার।

কী যে মজা হবে মা গো, বুঝবে কেমন ক'রে ?
রেলগাড়ির আসা-যাওয়া দিন-রাত্রি ভ'রে।
বলতে পারো কাকে বলে এক্সপ্রেস আর মেইল,
আপ, ডাউন, গুডস, মিক্সড, ফাস্ট প্যাসেঞ্জার !

এত্তগুলো গাড়ির মা গো, আমিই যেন মালিক,
যেন ওরা আমার পোষা ময়না কিম্বা শালিক।
ডাকি যখন ছুটে আসে, সিগনেল ঐ ডাউন,
তুড়ি শুনলে উড়ে পলায়, দেখতে চমৎকার।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, ভ্যাখো, লাইন গিয়েছে বেঁকে,
আর কি কোথাও রেখেছে কেউ এমন ছবি এঁকে !
সকালবেলা চিল্কা যেন আলোয় বোনা শাড়ি,
নন্দী পাহাড় ঘিরে আছে, সবুজ রঙের পাড়।

পাহাড়-ঘেরা হ্রদের ধারে ছোট্ট ইস্টিশন—
এখান থেকে অন্য কোথাও চায় কি যেতে মন ?
অন্য কিছু তার চোখে কি লাগতে পারে ভালো
যে দেখেছে রঙের খেলা রুপোলি চিল্কার ?

সত্যি কথা, পড়ায় আমার মন নেইকো মোটে,
পাহাড় দেখে মন কেন, মা, নিজের থেকেই ছোটে ?
তুমিই বলো, চিল্কা যেমন মন কাড়তে পারে,
তেমন কি আর সাধ্য আছে ইস্কুলের পড়ার ?

যা-ই হোক গে, মাগো, আমি এই করেছি পণ
এইখানেতেই কাটিয়ে দেবো সমস্ত জীবন।
ব'সে-ব'সে ভাববো কোথায় গেছে রেলের লাইন,
বড়ো হ'য়ে হবোই হেথায় টিশন-মাস্টার।

## প্রসাধন-পর্ব

সায়েব বাড়ির ইস্ত্রি-করা জামা
মিমিমণি পরবে না কিচ্ছুতে,
গায়ে দিলে ভাবখানা ঠিক করে
ওকে যেন ধরেছে বিচ্ছুতে।
যেতে হবে নেমন্তন্ন-বাড়ি ;
ব্যস্ত সবাই, বড্ড তাড়াতাড়ি,
মিমি কোথায় দৌড়ে দিলো পাড়ি
চোখের পলক পড়তে-না-পড়াতে,
লজ্জাহীনা সাজসজ্জার সারি
ছিটিয়ে দিলো পায়ের আবর্তে।

লুটিয়ে দিয়ে আধেক-পরা শাড়ি
পিছন-পিছন ছুটলো মিমির মা,
মিমি তখন জলের বালতি নিয়ে
মনের সুখে ভিজোচ্ছে তার গা।
নতুন জামা ধুলো এবং কাদায়
পাষাণহৃদয় দর্শকেরেও কাঁদায়,
ভব্য রীতির ট্যাক্সো যারা না দ্যায়
বলো দেখি তাদের কী শাস্তি ?
ডবল মাশুল নিংড়ে ক'রে আদায়
তবে তাদের মা-দের সোয়াস্তি।

শক্ত দুটো হাতের মধ্যিখানে
বিদ্রোহিণী বন্দী হলেন, দ্যাখো,
যত চ্যাঁচাও, যতই হাত-পা ছোঁড়ো
এবার তোমায় কেউ বাঁচাবে নাকো।
জামা, জুতো, চিরুনি, পাউডার—
কোনোটাতেই বাদ র'বে না আর ;

পাড়াসুদ্ধু শুনলো সে-চীৎকার,
ঘামে নেয়ে উঠলো মিমির মা।
মিমি ভাবছে, ইশ, কী অত্যাচার!
বড়ো একবার হ'তেই দাও না!

## পুনশ্চ

( কুড়ি বছর পরে )

এ-সব প'ড়ে ভাবছো যারা, মিমি
বড়ো হ'য়ে বাঁধে না আর চুল,
কিংবা শাড়ি পাট না-ভেঙে পরে—
করবে তারা মস্ত বড়ো ভুল।
আসল কথা, যখন যেটা চাই,
ভাগ্যে মোদের জোটে না ঠিক তা-ই;
একে-একে সকল ঠিকানাই
ছাড়িয়ে যায় বদল-হওয়া ইচ্ছে,
এ-মুহূর্তে যেটা মনের মতো,
এ-মুহূর্তে কে-ই বা সেটা দিচ্ছে!

## একটা হাসির গল্প

( কান্নারও হ'তে পারে )

ইঁদুর এবং শামুক—এদের দু-জনে ভাব ছিলো বেজায় ;
ইঁদুর বললে, 'আমার বড়ো ইচ্ছে কোথাও বেড়াতে যাই।'

—হাঃ, হাঃ, হাঃ !

শামুক বললে, 'বেশ কথা, তা চলো না যাই নদীর মাঝে।'
ইঁদুর বললে, 'কী ক'রে যাই ? সাঁতার কাটতে জানি না যে।'

—বাঃ, বাঃ, বাঃ !

শামুক বললে, 'কুচ্ পরোয়া মৎ করো, হাম্ তোমায় ঘাড়ে
চড়িয়ে নেবো।' ইঁদুর বললে, 'ডুববে না তো আমার ভারে ?'

—হাঃ, হাঃ, হাঃ !

শামুক বললে, 'নিতে পারি তোমার মতো কয়েক ডজন।'
ইঁদুর বললে, 'চলো তবে।' চললো তবে ওরা দু-জন।

—বাঃ, বাঃ, বাঃ !

নদীর জলে গেলো চ'লে শামুক, ঘাড়ে নিয়ে ইঁদুর,
শামুক পোকা, ইঁদুর হাওয়া খেতে-খেতে অনেকটা দূর।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ !

হঠাৎ ইঁদুর টুক ক'রে সে মাঝনদীতে পড়লো খ'সে ;
মনের দুঃখে ঘণ্টাখানেক কাঁদলো শামুক একলা ব'সে।
—হাঃ, হাঃ, হাঃ !
তারপর সে ভাবলে, 'আরো দেরি করলে গিন্নি রেগে
আগুন হবেন।' এই ভেবে সে ডাঙার দিকে ছুটলো বেগে।
—বাঃ, বাঃ, বাঃ !
কিন্তু শামুক—তা তো জানোই—স্বভাবতই একটু ঢিলে ;
খপ ক'রে এক বোয়াল তাকে খোলাসুদ্ধু ফেললো গিলে।
—হাঃ, হাঃ, হাঃ !

# হিতোপদেশ

টাকা চাও ? ধার ? আমারই টাকা
আছে নাকি ছাই ! বেবাক ফাঁকা ।
কত কষ্টে যে খরচ চলে
শুনলে ভাসবে চোখের জলে ।
খরচ কমাবো ? পাগল নাকি !
টাকা পরে হবে, বেঁচে তো থাকি ।
ছোটো বাড়িতেই যেতে তো চাই,
জিনিশগুলো যে ধরে না ছাই ।
তাও ঘর খানসাতেক মোটে,
দেড়শো টাকার কমে কি জোটে !
আলো-হাওয়া ছাড়া টেঁকে না স্বাস্থ্য,
বুলু ও-বাড়িতে বড্ড হাঁচতো ।
চাকর-বাকর ? কমাতে চাই,
মায়া প'ড়ে গেছে, ঠেকেছি তাই ।
ঠাকুর না-হ'লে কে করে রান্না ?
কেষ্টটা আছে, আর তো আন্না ।
বন্ধুরা আসে, একটা 'বয়'
তাঁদেরই জন্য রাখতে হয় ।
এরা না-থাকলে, দেখছি পষ্ট,
নিজেদেরই হয় বড্ড কষ্ট ।
খাওয়ার ঘটা তো কিচ্ছু নেই ;
টাকা তিনেকের ফলমূলেই
দু-বেলার হয় জলখাবার ।
ডলু বুলুদের চাই আবার
দু-রকম মাছ, মাংস রোজ ।
মাসে অন্তত তিনটে ভোজ

না দিলে, বোঝো তো, কেন বা অন্যে
ডাকবে আমাকে নেমন্তন্নে।
করতে তো হবে শরীর রক্ষা,
কলকাতায় যা বিষম যক্ষ্মা!
পথে বেরুলেই বিশ্রী ধুলো!
তাই তো আমরা কাপড়গুলো
একবার প'রে দিই ধোপায়,
বিলটি শুধতে প্রাণ যে যায়।
বাস্ ট্রাম সব রোগের বীজে
কিলবিল করে- -জানো তো নিজে;
বড্ড খরচ ট্যাক্সি চ'ড়ে,
গাড়ি কিনলেই শস্তা পড়ে—
তা-ই কেনবার ইচ্ছে আছে
কিন্তু টাকা তো ধরে না গাছে।
জমাতে পারিনে একটা টাকা,
বাইরে যা ছ্যাখো! আসল ফাঁকা।

কিন্তু তোমার কেন যে এত
টানাটানি, ভেবে পাইনে সে তো।
আরে, কিছুতেই ওঠে না মন,
মেনে নিতে হয় যার যেমন।
দিব্যি তো আছো ছোট্ট ফ্ল্যাটে;
তোমাকে দেখেও বুক যে ফাটে
কত না বেকার বেচারাদের,
কিচ্ছুই আয় নেই যাদের।
ছু-শো টাকা পাও? তাও চলে না?
দিন-দিন শুধু বাড়ছে দেনা?

কী ক'রে যে এত খরচ করো!
বেহিশেবি বুঝি বৌটা বড়ো?
সত্যি তোমরা অপব্যয়ী
না-ব'লে পারিনে—পর তো নই।
একবার যদি ঋণের চক্রে
পা দিয়েছো, আর নেইকো রক্ষে।
দু-হাতে যে বড়ো টাকা ওড়াও,
ধারের জন্যে ঘরে চড়াও
করলে শেষটা লোকে কী বলবে?
আমি বলি, খুশি থাকো না অল্পে!
ষাট, ঐ চার-চারটে ছেলে—
কী হয় দু-বেলা দুধ না-খেলে?
গরমে না-ই বা ঘোরালে পাখা,
দিলেই বা ছেড়ে সাবান মাখা।
ডাল-ভাত খুব পুষ্টিকর,
মাছের আবার বড্ড দর।
বাবুগিরি ক'রে কী আর হবে,
কাপড়চোপড় বাড়িতে ধোবে।
ঝি-টাকে এবার দাও বিদায়,
তাতেও তো কিছু বাড়বে আয়।
বৌয়ের শরীর ভালো না? আরে,
কাজ করলেই শরীর সারে।
তেমন নিপুণ গিন্নি হ'লে
চাকর ছাড়াও দিব্যি চলে।
আমার কথায় চলো, সুরেশ,
দেখবে তখন চলবে বেশ।
কতবার আর হবে যে হন্যে
পরের দুয়ারে ধারের জন্যে।

এখনো না যদি সামলে চলো,
কী হবে উপায় ? তুমিই বলো !
দুঃখী হচ্ছো ইচ্ছে ক'রে,
তাহ'লে কী আর করবে পরে !

## দুশ্চিন্তা

যাচ্ছে সময় যাচ্ছে চ'লে
ঘণ্টা মিনিট দণ্ডে পলে।
বাজলো এগারো, বাজলো বারো,
আরো কত বাজে ভাবতে পারো ?
বারোটার পর একটা না-হ'য়ে
বারোটার পর তেরোটা হ'লে,
চোদ্দ উনিশ একুশ একশো,
দেখতে-দেখতে সাতাশ হাজার,
শেষ কি কখনো থাকতো বাজার ?
ঘড়ির উপরে বসতো ট্যাক্সো
নয়া দিল্লিতে পাশ হ'তো আইন—
তেরো হাজারের বেশি কোনো ঘড়ি
বাজে যদি, তবে প্রতি ঘণ্টায়
তিন পাই ক'রে দিতে হবে ফাইন।
অবাধ্য ঘড়ি তবু কি থামতো ?
আইনের ফাঁস কখনো মানতো ?
বাজতো দু-লাখ, বাজতো কোটি,
সতেরো শূন্যে হ'তো পরার্ধ,
তবুও ঘড়ির আরো বরাদ্দ !
ফুরোয় অঙ্ক, ফুরোয় নামতা,
মন্ত্রীমহলে আমতা-আমতা—
দেড় কোটি টাকা ট্যাক্সো জমলো,
হতভাগা ঘড়ি তবু কি দমলো !
ক-টা যে বাজলো কে-ই বা গুনতো,
যেই ঘড়ি দেখা ঘুরতো মুণ্ড।

পাহাড়প্রমাণ জমছে ট্যাক্সো,
হিশেব রাখতে খাটছে একশো
দিগ্‌গজ এম. এ. ম্যাথমেটিক্সে,
মস্ত আপিশ চলছে ঠিকসে।
—কিন্তু কে করে ট্যাক্সো আদায়!
রায় বাহাদুর চণ্ডী সাধুর
নামে এক ঘাটে ব্যাঘ্র বাছুর
জল খায়—আর ঘড়ি কি তাঁকেও
পরোয়া না-ক'রে কেবলই বাজতো
তবে কি সৈন্য যুদ্ধে সাজতো?
গুলি খেয়ে সব মরতো ঘড়ি?
তবু কি জুটতো একটা কড়ি?

তখন হুকুম হ'তো মন্ত্রীর
ভারতবর্ষে মাথা-গুনতির
প্রত্যেক শিশু মেয়ে-পুরুষের
মাসে তিন টাকা বসলো ট্যাক্সো।
হুজুর, রক্ষ, উজোড় বাক্স !
ফাটতো বুকের শুকনো পাঁজরা,
আয়ের অঙ্ক এমন ঝাঁজরা
দেখতেই পাওয়া যায় কি না যায়-
হায় হায় তবে কী হ'তো উপায় !

## বাবার চিঠি

আমি যদি হতেম ছোটো পাখি
থাকতো যদি ছোট্ট দুটি পাখা,
তোমার কাছে উড়ে যেতাম চ'লে।

শ্রাবণ-মেঘ যেমন দলে-দলে
পার হ'য়ে যায় ঘন ছায়ায় ঢাকা
মস্ত শহর, পাহাড়, নদী, বন,

বৃষ্টিধারায় হঠাৎ পড়ে গ'লে,
তেমনি আমার সঙ্গীহারা মন
চলেছে আজ হাওয়ার সঙ্গে ছুটে

ছোট্ট তোমার হাত দু-খানির দিকে,
যে-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে গলা
বলেছিলে, 'আমায় চিঠি লিখে

পাঠিয়ে দিয়ো ডাকওয়ালার হাতে।'
হয়নি মিছে ঐ কথাটি বলা,
একলা ব'সে লিখছি তোমায় চিঠি

কাজের শেষে কাজল-কালো রাতে।
যদিও তুমি পড়তে শেখোনিকো
বুঝবে নাকি আমার মনের কথা?

তাড়াতাড়ি জবাব কিন্তু লিখো—
কাগজ ভ'রে খানিক আঁকিবুঁকি,
অর্থছাড়া বানান-হারা ভাষা,

কালিতে আর ভালোবাসায় মাখা।
থাকতো যদি ছোট্ট দুটি পাখা
চিঠি পেয়েই উড়ে যেতাম চ'লে।

আজ আকাশে যেমন এরোপ্লেন
শহর নদী পাহাড় হ'য়ে পার
পলকে ধায় দেশে দেশান্তরে,

হঠাৎ নামে বোমার বরিষনে ;—
তেমনি আমি হাওয়ার পিঠে চ'ড়ে
টুকরো ক'রে দিতেম অন্ধকার,

চুপটি ক'রে ঠিক নামতেম গিয়ে
যেখানে তুই ঘরের একটি কোণে
ঘুমিয়ে আছিস আবছা ভোরের আলোয়

আমি কিন্তু ফেলতেম না বোমা,
চুমো হ'য়ে ঝরতেম তোর মুখে ;
চমকে চেয়ে বলতিস তুই, 'ও মা !

ত্যাখো চেয়ে, এসেছেন যে বাবা !'
মা বলতেন, 'কী যে বলিস, হাবা,
বাবা এখন কোত্থেকে আসবেন !'

হায় রে ভাগ্য ! হায় রে এরোপ্লেন !
বোমা ফেলতে কতই দূরে যায় !
আমায় নিয়ে যায় না তো কেউ ওরা ।

কলের পাখা বানিয়েছে তো বেশ
ও কি কেবল মানুষ-মারা দানো ?
আমার তবু হয় না কেন ওড়া ?

মনে জানি, মিথ্যে এ-সব ভাবা ।
ভাগ্যে তবু এ-মিথ্যেট আছে
অতি কষ্টে তাই তো জীবন বাঁচে ।

ইতি তোমার হাত-পা-বাঁধা বাবা ।

## ইচ্ছে

ইচ্ছে করে, মা গো, আবার ছেলেমানুষ হই,
ঘরের কোণে চুপটি ক'রে একলা ব'সে রই।
ডাকবে না কেউ ক্ষণে-ক্ষণে—আছেন অমুক বাবু?
গায়ে প'ড়ে তর্ক ক'রে করবে না কেউ কাবু।
চাইবে না কেউ দলে টানতে, ডাকবে না কেউ সভায়,
দয়া ক'রে আসবেন না হিতৈষীরা সবাই
ঠিক কথাটা বুঝিয়ে দিতে, কিংবা নিতে সই।—
ইচ্ছে করে, মা গো, আবার ছেলেমানুষ হই।

আজ আমি আর আমার তো নেই, খুলেছি এক দোকান,
সবই সেথায় চলছে, শুধু আমার ইচ্ছে no can।
বারোটা মাস ব্যস্ত আছি হাজার কাজের তাড়ায়,
ঘণ্টা-মিনিট আমার জন্যে একটুও কি দাঁড়ায়!
কেন যে এই ব্যস্ত থাকা, নিজেই বুঝিনে তা,
শুধু জানি ভদ্রলোকের ব্যস্ত থাকাই কেতা।
কেন যে দিন কাটাবো না সকাল থেকে শুয়ে,
জানলা দিয়ে আকাশটাকে চক্ষু দিয়ে ছুঁয়ে,
ড্রয়িং-ছাড়া ইচ্ছে-ছবি আঁকবো না খুব ক'ষে,
বেসুরো গান গাইবো না বা আপন মনে ব'সে—

কেউ কি পারে জবাব দিতে, বলতে পারে কারণ ?
একমাত্র কথা, এ-সব ভদ্রলোকের বারণ।

যা-হোক-কিছু নিয়ে তাই তো কিছু-একটা করছি,
একটার শেষ হবার আগেই আরো একটা ধরছি।
পণ্ডিতেরা চশমা এঁটে কাজটা করেন জরিপ,
অনেকটা তার ঠোঁট বাঁকানো, একটুখানি তারিফ।
কেউ বা বলেন, 'ওহে, তোমার কলম তো নয় মন্দ,
আমার মতটা মেনে নিলেই থাকে না আর দ্বন্দ্ব।'
কলমটাকে খাওয়াতে এক মহাজনের নিমক
কত সূক্ষ্ম সদুপদেশ, কত রুক্ষ ধমক।
ভাবতে হবে দেশের কথা, বুঝতে হবে সবি,
ইকনমিক্স, উড়ো কেল্লা, ফসল, ফিলজফি।
বুদ্ধির ঢিল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে আমায় করে জখম—
আমি কেবল এইটে বুঝি, আমি অন্য রকম।

আমার যেটা ভালো লাগে সেটাই জানি ভালো,
আপন মনের তেলটুকুতেই জ্বলে আমার আলো।
গঙ্গাজলে কমছে কেন ইলিশ মাছের সংখ্যা,
অভাব কেন বাড়ে, যতই বাড়ে কাগজ-টঙ্কা।
একজনেরা কামান ছুঁড়ে কেন যে হয় পাতক,
উল্টো দিকেও যখন দেখি তেমনিতর ঘাতক—
বলো তো, মা, এ-সব প্রশ্ন সমাধানের জন্য
জ্ঞানীজনের সভায় কেন আমার নেমন্তন্ন ?

নানান পাড়া থেকে যতই হোক না আক্রমণ,
কক্ষনো হবো না কোনো মতের মাইক্রোফোন।
যদি হতাম ছোটো, ওরা আমায় দিতো ছুটি,
মূর্খ ভেবে চোখ রাঙিয়ে করতো না ভিরকুটি।

থাকতে পেতাম যেমন খুশি ছোট্টো ঘরের কোণে,
হিল্লোলিত হতাম হাওয়ার অস্ফুট কম্পনে।
ঐ যে তোমার তুলসী গাছে ফোটে সবুজ পাতা,
ওরই মতন আপনি খোলে আমার মনের খাতা।
অমনি কেঁপে, অমনি চুপে ছেলেমানুষ-আমি,
আছি-যে এই পরম সুখে ভুলি নিজের নামই।
আসল-আমি ঐটে ছাড়া কিচ্ছু তো আর নই,
ইচ্ছে করে তাই তো, আবার ছেলেমানুষ হই।

## সাপুড়ে

শোনো, সাপুড়ে—
কোথায় তুমি যাচ্ছো চ'লে
ভরা দুপুরে।

ঝাঁ-ঝাঁ আকাশ, উড়ছে ধুলো,
রাস্তা নিরালা,
বাড়ি-বাড়ি বন্ধ যে সব
দরজা-জানালা।
ঘুমিয়ে আছে সবাই, তোমার
বাঁশি শুনবে কে ?
গলির পরে গলি ঘুরে
কাকে যাচ্ছো ডেকে ?
আঁকাবাঁকা সাপের মতোই
বাজে বাঁশির সুর,

আরো বেশি ঝিমিয়ে আসে
এ-ভরা ছুপুর।

ওগো সাপুড়ে,
মন যে আমার কেমন করে
ঐ বাঁশির সুরে।

ঝাঁ-ঝাঁ আকাশ, উড়ছে ধুলো,
রাস্তা নিরালা,
কেবল খোলা দেখবে আমার
ছোট্ট জানালা।
জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি
ঐ বেঁকেছে গলি,
ওখান দিয়ে বিকেল হ'লে
আসবে ঘুঁটেওলি।
গলির পরে বড়ো রাস্তা,
তার পরে যে কী ?
তারও পরে—আরো দূরে- -
দূ- -রে যাবে কি ?
গলির পরে আরো গলি
মোড়ের পরে মোড়,
আঁকাবাঁকা, শেষ-না-হওয়া
গোলকধাঁধার ঘোর।
তুমি কি সব ছাড়িয়ে যাবে,
হারিয়ে যাবে না ?
কোনো রাস্তাই বুঝি তোমার
নেইকো অচেনা ?

ওগো সাপুড়ে,
সঙ্গে আমায় নেবে তুমি
সেই অনেক দূরে ?

আমার কী যে ইচ্ছে করে
শোনো তোমায় বলি,
ইচ্ছে ক'রে এক ছুটে যাই
পেরিয়ে এই গলি।
গলির পরে বড়ো রাস্তা,
মস্ত ট্র্যাম, বাস্,
যার যেখানে ইচ্ছে, নিয়ে
যাচ্ছে বারোমাস।
ট্র্যামে চ'ড়ে মানিকতলা,
বেহালা, মৌলালি,
আরো যে-সব রাস্তা আছে
দেখবো ঘুরে খালি।
ও সাপুড়ে, আমায় তোমার
সঙ্গে নেবে না ?
বড়ো রাস্তা পেরিয়ে যাবো,
এগিয়ে দেবে না ?

ওগো সাপুড়ে,
কত আমার ইচ্ছে করে
ঐ বাঁশির সুরে।

ভাবছি ব'সে এসে গেছি
হাওড়া ইস্টেশনে,
সবচেয়ে যে দূরে যাবে
চড়েছি সেই ট্রেনে।

কত যে মাঠ, বনজঙ্গল,
কত মাটির ঢিবি,
কত পাহাড়, কত আকাশ
কী মস্ত পৃথিবী।
কত কথাই ভাবি ব'সে
সমস্ত দিনে,
বড়ো রাস্তার পরে যে কী,
তা-ই তো জানিনে।

শোনো, সাপুড়ে—
কোথায় তুমি যাচ্ছো চ'লে
ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে ?

ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর, উড়ছে ধুলো,
রাস্তা নিরালা,
কেবল খোলা আছে আমার
ছোট্ট জানালা।

ঘুমিয়ে আছে সবাই, তোমার
বাঁশি শুনবে কে ?
এঁকে-বেঁকে যাচ্ছো বুঝি
আমাকেই ডেকে ?
ঐ তো দূরে মিলিয়ে গেলো
সাপের মতো সুর,
কাছে তুমি কখনো নেই ?—
কেবল থাকো দূর ?
জানলা ধ'রে ব'সে থাকি
আমি ছোট্ট ছেলে,
তুমি ডাকো বাঁশির সুরে,
তারপরে যাও ফেলে

## জোনাকি

এ কী
জোনাকি !
তুই কখন
এলি বল তো !
একলা
এই বাদলায়
কেন কলকা-
তায় এলি তুই ?
( এই সারা-রাত-জ্বলা চির-দীপ-মালা দেয়ালি-আলোয় ! )
তোর সঙ্গী
সব পাড়াগাঁর
পথে সারা রাত
ঘন অন্ধ-
কারে জ্বলছে ।
কোন সরকার দর-
কারে তার
এই শহরে
তোকে শফরে
আজ পাঠালো !
( এই চাঁদ-তারা-ঝরা ছায়া-ছেঁড়া চির-দেয়ালি-আলোয় ! )
এ যে কলকা-
তার ফুটপাত,
নেই খাঁ-খাঁ মাঠ,
নেই ঝোপঝাড়,
নেই জঙ্গল ;

তুই　　ফিরে যা
তোর　　পাড়াগাঁর
পচা　　পুকুরের
পাড়ে　　থমথমে
কালো　　রাত্তিরে
কর　　ঝলমল—
(জ্বল,　　চঞ্চল তারা তারা-ভরা কালো আকাশ-তলে !)
এই　　কলকা-
তায়　　রাত নেই,
নেই　　চুপচাপ ;
তারা　　তাড়ানোয়,
ঘুম　　কাড়ানোয়
ভরা　　সারা রাত ।
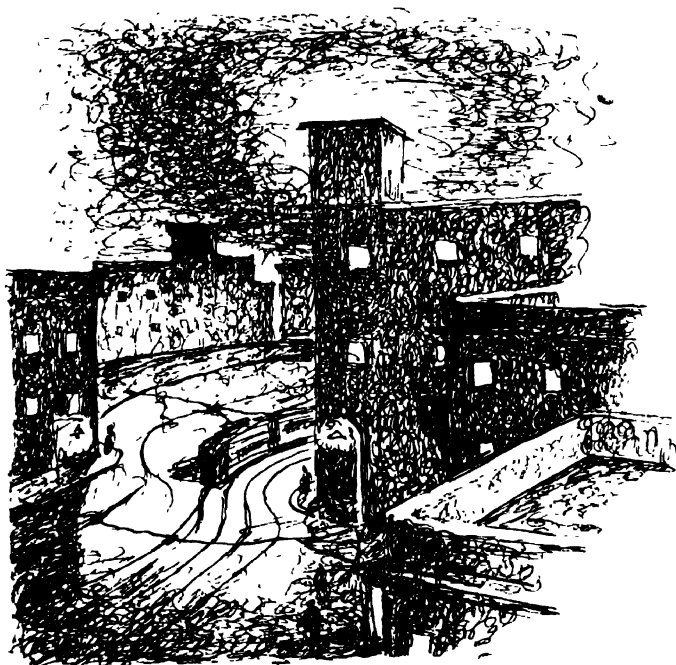
তুই এ-ঘরে
কোন বিঘোরে
এলি দেয়ালে
ছাদে জানলায়
খাটে আলনায়
ঘুরে মরতে !
(এই আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে ! )
আমি একলা
এই বাদলায়
শুয়ে দেখছি
তোর ঝিকমিক
জ্বলে মশারির
কোণে চিকচিক ;—
ঘুম আসে না ।
ভাবি, ঘুটঘুট
ঘোর রাত্তিরে
তোর সঙ্গীরা
তোকে ডাকছে ;
তুই ফিরে যা—
( তোরা মাঠ-ভ'রে-ফোটা সবুজ তারার দেয়ালি জ্বালা ! )
যা, ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁয়—
না, না, যাসনে
তুই এখনই :
আরো একটু
থাক, চক্ষু
ভ'রে দেখে নিই—
( এই দেয়ালি-আলোয় চঞ্চল কলকাতার রাতে ! )

তবু      এটুকুই
বলি      ভাগ্য,
আজ      এলি তুই
এই      রাত্রে—
চোখে      ঘুম নেই।
সারা      শহরে
আমি      একলা
শুধু      দেখলুম
তোর      পাখনার
আলো      ঝিলমিল,
যেন      ছোট্ট
তারা      ফুটলো,
যেন      স্বপ্নে
দিলি      ক্ষণিকের
সুখ-      সঙ্গ—
তুই,      জোনাকি!

## বিকেল

গাছের সবুজে রোদের হলুদে গলাগলি,
পাতায়-পাতায় হঠাৎ-হাওয়ার বলাবলি,
উঁকি দেয় বুকে ভীরু কবিতার ক্ষীণ কলি--
আহা, বিকেল! সোনার বিকেল!

রুদ্ধ ঘরের রোগশয্যায় কোথা থেকে
সে কোন চিকন রসের লিখন গেলো এঁকে :
শীতের শুকনো আকাশে রঙের কাঁপে কলি
—আহা, বিকেল! ক্ষণিক বিকেল!

# বারোমাসের ছড়া

( ১৯৪৫-৫৫ )

মিমি, তোমার জন্মদিনে কী, বলো তো, আনবো কিনে!

'লাল শাড়ি, রেশমি জামা, বেগনিরঙের শায়া,
আর শিউলি-ঝরা শেষরাতের শিউলি-তলার ছায়া।'

লাল শাড়ি, রেশমি জামা মিলবে দোকানে,
চাঁদের আলোর শিউলি-তলা পাবো কোনখানে।

'শিউলি-ঝরা শিউলি-তলা না যদি পাও,
লাল শাড়ি, রেশমি জামা যাও, নিয়ে যাও।'

ও মিমি, এই ঢাকাই শাড়ি টুকটুকে লাল শায়া—
'কই শিউলি-তলায় ভোরবেলার জ্যোছনা-মাখা মায়া?'

আচ্ছা, তোমার ইচ্ছেটাই দিচ্ছি আনিয়ে,
রাত-জাগার জ্যোছনা-মাখা পদ্য বানিয়ে।

এই পদ্যে তোমার লাল শাড়ি, বেগনিরঙের শায়া,
এই পদ্য তোমার শিউলি-মনের ভোরবেলার মায়া।

## বারোমাসের ছড়া

সবচেয়ে ভালোবাসি বৈশাখ মাস,
মূর্ত আশার মতো দীপ্ত আকাশ।
জৈ্যষ্ঠের খর তাপ তীব্রপরশ,
রোদ্দুরে যত রোষ আমে তত রস।
দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবসরে ভরা,
সূর্য অস্ত যেতে করে না তো ত্বরা।
আষাঢ় আঁধার হ'য়ে আকাশে ছড়ায়
পাখা-পাওয়া পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায়।
দলে-দলে চলে মেঘ, জ্বলে বিদ্যুৎ,
হঠাৎ বজ্র বাজে, বৃষ্টির দূত।
তারপর শ্রাবণের রিমঝিম রাত,
জুঁইফুলে গন্ধের স্বপ্ন-প্রপাত।
চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে কী-যে ভালো লাগা,
জেগে-জেগে ঘুম, আর ঘুমে যেন জাগা।
ঝরোঝরো ঝরে জল অতল অথই,
মনে হয় আমি যেন রুমি আর নই।
নই আর ছোটো মেয়ে দাঁত নড়ো-নড়ো,
কাউকে না-ব'লে আমি হ'য়ে গেছি বড়ো।
টুটুকে, দিদিকে, মা-কে গিয়েছি ছাড়িয়ে,
নাগাল পান না বাবা দু-হাত বাড়িয়ে।
আমি যেন গল্পের, আমি যেন কোন
স্বপ্নের কাঞ্চনকুমারীর বোন।
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি সেই আছি ছোটো,
মা বলেন, 'বেলা হ'লো, রুমুমণি, ওঠো।'
ভাদ্রের মুখে হাসি, চোখে তবু জল,
ঝরায় বাদল তার শেষ সম্বল।

আকাশে একটু লাগে নীলের পালিশ,
ঝিকমিক রোদ ঠিক টাটকা ইলিশ।
রৌদ্রের রুপো হ'লো সোনা একদিন,
পুজোর গন্ধ নিয়ে এলো আশ্বিন।

গাল-ফোলা শাদা মেঘ আহ্লাদে খেলে,
সূর্যের একপাল উজ্জ্বল ছেলে।
কার্তিক ক্লান্তির কুয়াশায় মিশে
অঘ্রানে ডেকে আনে ধান্যের শিষে।
ছোটো হ'য়ে আসে দিন, বেলা পড়ে ঢ'লে
পৌষের সুন্দর রৌদ্রের কোলে।
পাঁচটা না-বাজতেই সূর্য পলায়,
লম্বা ঘুমের রাত লেপের তলায়।
কালোকেলো কই মাছ লাল তেলে ভাসে,
সবুজ মটরশুঁটি সাজে পাশে-পাশে।
আজ ভাবি, কাল ভাবি, শীত বুঝি যায়—
উত্তুরে হাওয়া তার উত্তর দ্যায়।

মর্মরে ঝংকারে মাঘ এলো ঐ,
গাছে-গাছে ডালে-ডালে লাগে হৈ-চৈ।
আজ কেন সব-কিছু লাগছে নতুন ?
গুনগুন গুঞ্জনে এলো ফাল্গুন।
উঁকি দেয় উৎসুক আম্রমুকুল,
তারি ফাঁকে কোকিলের বসে ইশকুল।
বাক্সে লুকায় যত কম্বল শাল,
হঠাৎ হাওয়ায় লাগে চৈত্রের তাল।
দিলখোলা দক্ষিণ, হালকা শরীর,
কত যেন ফূর্তির দিন-রাত্তির।
উত্তাপে উৎসাহ উচ্ছলে প্রাণে,
কাঁচা আম গ্রীষ্মের আশ্বাস আনে।
ঐরাবতের মতো বৈকালী মেঘে
উত্তাল ওঠে কালবৈশাখী রেগে।
ঝঞ্ঝায় উড়ে যায় পুরোনোর দায়,
চৈত্রের সন্ধ্যায় বর্ষবিদায়।

## চম্পাবরন কন্যা

রংমশালের সম্পাদকের চম্পাবরন কন্যা
ঘর করেছেন আলো ;
                    সমস্ত তাঁর ভালো।
দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।
রাত্তিরে ঘুমোন না ;
                    পূর্ণ চাঁদের তাড়ার মতো
                    প্রথম-ফোটা তারার মতো
সন্ধ্যা হ'লেই তন্দ্রা-হারা চম্পাবরন কন্যা।
চম্পাবরন কন্যা ;
                    চোখ দুটি তাঁর কালো,
                    ঘর করেছেন আলো
দোষের মধ্যে সমস্ত রাত একটুও ঘুমোন না।
একটুও ঘুমোন না ;
                    কাঁদেন এবং কাঁদান তিনি,
                    হাত-পা ধ'রে সাধান তিনি,
রাত-জাগাদের রাজকুমারী হবেন তিনি কোন না
হবেন তিনি কোন না
                    ঘুম-পাড়ানি বঙ্গে
                    ঘুম-তাড়ানি সংঘে
বক্তৃতাতে তর্কাঘাতে আপন নামে ধন্যা।

নাম না-হ'তেই ধন্যা,

যত ইচ্ছে শতচ্ছিদ্র

কোরো তুমি মূঢ়নিদ্র

ভবিষ্যতের বঙ্গভূমে—লক্ষ্মী তো, এখন না।

লক্ষ্মী তো, এখন না;

সম্পাদকের ঘুম খসালে

কেমন ক'রে রংমশালে

পদ্য বেঁধে তোমার পায়ে বলো তো দিই ধন্না!

## পরি-মার পত্র—রুমিকে

ও রুমি, ও রুমি,
আমায় চিনবে নাকো তুমি
আমি তোমার পরি-মা ;
ঐ দূরের আকাশ থেকে
রোজ যাই তোমারে দেখে ;
তুমি জানতে পারো না।
যখন ছিলে ছোটো,
পাছে হঠাৎ জেগে ওঠো,
কাঁদো ঘুমের মধ্যে পাছে,
কেবল উড়ে-উড়ে
আমি যেতাম ঘুরে-ঘুরে
তোমার কাছে-কাছে।
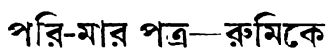
এখন ছোটো তো আর নও,
তোমার বয়স হ'লো ছয়,
তুমি সাতে দিলে পা ;
মাখো মায়ের মুখের ক্রীম,
খাও বাবার সঙ্গে ডিম,
আর আধ পেয়ালা চা।

এখন যারা ছোটো,
মুখে কথা ফোটো-ফোটো,
তাদের মতো কি
কান্নাকাটি আর
খুনসুটি আবদার
করবে তুমি—ছি !

বড়ো হ'তে হ'লে
শুধু বড়ো হ'লেই চলে,
এ-কথা ঠিক নয়,
বড়ো যারা হবার,
এ তো জানা আছে সবার,
তাদের ভালো হ'তেই হয়।

তাহ'লে হও রাজি,
তুমি বলবে না আর পাজি
রেগে, কেঁদে, খেলায় ;
আর গোল করবে না
যখন গল্প লেখেন মা,
কিংবা করেন শেলাই।

খাবে নিজের হাতে
শোবে একলা বিছানাতে
ছড়িয়ে হাত-পা,

স্নানের সময় মা-কে
মিথ্যেমিথ্যি ডাকে
ব্যস্ত করবে না

দিদির সঙ্গে আড়ি,
ঝগড়া মারামারি
কিচ্ছু না-ক'রে

দিদির আঙুলটাকে
তার মুখের ভিতর থেকে
টেনে আনবে ধাঁ ক'রে।

ভালো-ভালো খাতায়,
আস্ত বইয়ের পাতায়
কেন আঁকবে হিজিবিজি ;

তোমার শীঘ্রি হবে শেখা
দিদির সমান পড়া-লেখা,
অঙ্ক আর ইংরিজি।

ও রুমি, ও রুমি,
হবে কত্ত বড়ো তুমি,
আজ ভাবতে পারো না,

আমি আছি তো সেই আশায়
আমার দূর আকাশের বাসায়।
ইতি তোমার পরি-মা।

# রুমির পত্র—পরি-মাকে

শোনো পরি-মা, শোনো,
বলো সত্যি ক'রে,
তুমি সত্যি নাকি
নামো আকাশ থেকে
আমি যখন থাকি
ঘন ঘুমের ঘোরে,
রোজ রাত্রে এসে
যাও আমারে দেখে ?

নিশ্- শব্দে এসে
দাও স্বপ্নে আমার
ঘুম মিষ্টি ক'রে,
যেন বৃষ্টি ঝরে
আধো ঘুমের ঘোরে,
যেন ঘুম-না-ভাঙার
যাও মন্ত্র প'ড়ে,
সারা রাত্রি ভ'রে ?

বলো সত্যি নাকি
তুমি আস্তে উড়ে,
আসো জানলা দিয়ে
যেন ছোট্ট পাখি,
আনো ঠাণ্ডা হাওয়ায়
নীল চাঁদের ছোঁওয়া ?—
বলো সত্যি তুমি ?
না কি বাবার ফাঁকি ?

যদি　　সত্যি তুমি,
　　　তবে　আজ এখুনি
এসো　　এক্ষুনি, দাও
　　　সেই　মন্ত্র প'ড়ে
যাতে　　শান্তি ঝরে—
　　　দেখি　কেমন তুমি !
—আমি　জ্বলছি জ্বরে,
　　　আমি　পুড়ছি জ্বরে।

শোনো　ও পরি-মা,
　　　আমি　আর পারি না,
আছি　　জ্বরের ঘোরে
　　　দিন-　রাত্রি প'ড়ে ;
এসো　　এখুনি এসো,
　　　আনো　ঠাণ্ডা হাওয়া,
দাও　　তোমার ছোঁওয়ায়
　　　এই　রাত্রি ভ'রে।

যদি　　স্বপ্ন দেখি
　　সেই　স্বপ্নে সবি
ফোটে　ভয়ের ছবি ;
　　যদি　চক্ষু মেলে
দেখি　হঠাৎ চেয়ে
　　তক্‌-　খুনি তো ছেয়ে
আসে　জ্বরের জ্বালা ;
　　আমি　আর পারি না।

ও,　ও পরি-মা,
　　যদি　সত্যি তোমার
আমি　লক্ষ্মী-সোনা,
　　তবে　এক্ষুনি নাও
হুস্‌-　স্বপ্ন কেড়ে ;
　　যাতে　শান্তি ঝ'রে
পড়ে　ঘুমের ঘোরে,
　　সেই　স্বপ্ন ছড়াও।

আমি　জ্বলছি জ্বরে—
　　তবু　কেমন ক'রে
নিশ্‌-　চিন্ত আছো !
　　এসো　ঠাণ্ডা চাঁদের
নীল　আলোয় চ'ড়ে,
　　আনো　চাঁদের আলোয়
যত　শান্তি আছে।
　　এসো　আমার কাছে।

জানি, পরি-মা, জানি,
দেখা যায় না তোমায় ;
যদি জেগেও থাকি
চোখ খুলেই রাখি,
যদি তোমার আসা
যায় কানেও শোনা—
তবু দেখতে পাবো ?
না, কক্‌খনো না ।

চোখে দেখা না-হ'লে
বলো, কী এসে যায় ?
যদি হঠাৎ জেগে
পাই ঘরের হাওয়ায়
যেন ঠাণ্ডা ভিজে
জুঁই ফুলের ছোঁওয়া—
আমি বুঝবো তাতেই
তুমি এসেছিলে যে ।

শোনো, শোনো পরি-মা,
আর দেরি কোরো না,
শুধু ইচ্ছে দিয়ে
মারো বিশ্রী জ্বরে ;
দ্যাখো পুড়ছি জ্ব'লে
আর ভাবছি তুমি
এসে পড়লে ব'লে ।
ইতি তোমার রুমি ।

## রুমির পত্র—বাবাকে

ও বাবা, ও বাবা

দিদি বললে আমায়, 'হাবা !

তুই এটাও বুঝিস না !

নিজে পদ্য বানিয়ে

বাবা ভোলান তা নিয়ে

নেই সত্যি পরি-মা।

বলে বিজ্ঞানে কী, জানিস ?

আছে অনেক রকম জিনিশ,

অনেক অদ্ভুত জন্তু,

জন্মদিনের পরি,

কিংবা জ্বর-তাড়ানো পরি,

নেই সত্যিই কিন্তু।

ও-সব কুসংস্কারেই

দেশের দশা হ'লো এই ;

এখন জওহরলালজী

যদি চল্লিশ কোটির,

দেন ফরমাশ রোটির

তবে লঙ্কা, আটা, ঘি

নিয়ে লাগবে যারা কাজে

বল তাদের কাছে বাজে

তোর পরির মতো কী !'

আমি ভাবছি ব'সে তাই ;

যদি তিমি দেখতে চাই

পাবো ছবি দেখতে বইয়ের,

তাতে বোঝাই যাবে না
তার কত্ত বড়ো হাঁ
যেন জাহাজ-খাওয়া ঢেউয়ের।
আর যখন ঘুমের আগে
আমার কেমন ভালো লাগে—
শোনো সত্যি কথাটা
আমি ঠিক দেখতে পাই
তুমি যা লিখছো তা-ই
সেই চিঠির পরি-মা।
নিজ চক্ষের দেখায়
বুঝি মিথ্যেই শেখায়,
আর সত্যি হ'লো তা-ই,
যা কক্‌খনো দেখিনি,
সেই জল-পাহাড়ি তিমির
মাইল-জোড়া হাই !
দিদির বিজ্ঞানের বই
ভুল করেছে নিশ্চয়ই
সত্যি না, বাবা ?
যদি পরি না-ই থাকে
তবে বলো তো কোন ফাঁকে
মনে জাগলো পরির ভাবা ?
বাবা তুমি নিজেই ঐ
না-হয় পদ্য লিখেছোই,
কিন্তু পরি-মা
সত্যি যদি না হন
তবে তুমি-ই বা কেমন
ক'রে জানলে কথাটা !

আমার মনে হচ্ছে, শোনো,
পরি- মায়ের কোনো-কোনো
কথা মোটেও শুনিনি,
তাই না-ব'লে-ক'য়ে
সত্যি মিথ্যে হ'য়ে
মিলিয়ে গেলেন উনি ?

দিদিকে লাল ফিতে
মা-কে যেই দেখেছি দিতে
কেঁদে বাধিয়েছি সেই হাট :
হয়নি আমার করা
কিছু তেমন লেখাপড়া
আজ বয়স হ'লো সাত।

খাবার সময় মিছিমিছি
আমার আছেই চ্যাঁচামেচি
সেটা বড়োই বিশ্রী,
আর আঁচল ধ'রে মা-র
ঘ্যানঘেনে আবদার
না- ক'রেই পারিনি।

আমার এ-সব দোষে
দূর আকাশ-পারে ব'সে
পরি-মা রাগ ক'রে
আমায় দিলেন ফাঁকি ?
বাবা, সত্যিই তা-ই নাকি ?
রাখো, রাখো ধ'রে !
আমি মন করলেম আজই
মুখে আনবো না আর পাজি,
কক্- খনো না, কক্‌খনো,

আর    নাকি সুরের কাঁদা,
কিংবা   বেড়াল-গলা সাধা
            আমার  আবার যদি শোনো-
তবে    বেসো না আর ভালো,
তবে    যা ইচ্ছে তা-ই বোলো—
            কিছু  বলতেও হবে না,
        অঙ্ক আর ইংরেজি
আমি    শিখবো নিজে-নিজেই—
            বলো,  সত্যি পরি-মা !
আমি    সত্যি হবো ভালো,
বাবা    সত্যি ক'রে বলো,
            দিদি  কিচ্ছু জানে না,
আমার   চোখেই আঁকা সে
ঐ      দূরের আকাশের
            আমার সত্যি পরি-মা।

## পরি-মার পত্র—বাবাকে

শুনুন, মশাই শুনুন,
আপনি যতই কথা বুনুন,
ছড়া যতই বাঁধুন না,
কেউ মানবে না আর, আছে
কোথাও দূরে কিংবা কাছে,
কোনো সত্যি পরি-মা।
যখন ছোট্ট ছিলো রুমি,
ছিলো কুটুস, টুনটুনি,
ঠিক দেখতে পেতো আমায়,
ঐ দূরের আকাশে
যেমন মেঘেরা ভাসে
চাঁদের আলোর জামায়।

তখন জন্মদিনের ভোরে,
কিংবা জ্বরের ঘোরে
রুমি বলতো, 'ও বাবা !
আমার মনে হচ্ছে আজই
হবেন পরি-মা ঠিক রাজি
আমায় চিঠি লিখতে আবার !'

ঐ কথা যেই শোনা,
আমার অমনি আনাগোনা
রুমির পাশে-পাশে,
যেমন হাওয়ার হাত
নাড়ে আহ্লাদে হঠাৎ
গাছে, পাতায়, ঘাসে।

সেই আহ্লাদি রুমির
অফু- রন্ত ঝুমঝুমির
আর ছন্দ শুনি না :
আর ছোটো তো নেই --নাট—
আজ বয়স হ'লো আট,
রুমি ন'য়ে দিলো পা।

সেই কুট্রুস, টুনটুনি
আজ ইশকুল-পনঠ়নি,
আর ছু-দিন পরেই ক'মে
বুঝি-বা তার দিদির
মতো সে-ও হবে গম্ভীর
কেবল পড়া করবে ব'সে।

আজ যতই ভোলে বানান,
আপনি ততই ওকে শানান
ব-ফলা ম-ফলায়,

আর যক্ষুনি নামতায়
ও একটুও আমতায়
তক্ষুনি জোর গলায়
হেঁকে বলেন, 'রুমি !
তোমার এখনো দুষ্টুমি !
করো শীঘ্রি মুখস্ত !'

দেখে বনেছি তাজ্জব,
তবে এও হ'লো সম্ভব—
আজ রুমিও ব্যস্ত !

এখন সময় বড়ো কড়া ;
আছে ইংরিজির পড়া,
আছে রিবন, জুতো, জামা,
সভ্যতা, ভব্যতা,
আছে ভদ্ররকম কথা ;
সময় নেই তো শুধু আমার।

তবে চক্ষু আরো বাঁকান,
আর বিদ্যে আরো শেখান,
কেন মিথ্যে ছড়া লেখা ?

আমি যাচ্ছি ফিরে সেই
আমার দূরের বাসাতেই,
সারা আকাশ ভ'রে একা।

ঐ তো রুমি ঘুমোয় ;
আমি শুধু একটি চুমোয়
তাকে ইচ্ছে দিয়ে যাই,

কাল জন্মদিনের ভোরে
যেন স্বপ্ন মনে প'ড়ে
উঠে আবছা বিছানায়

ভাবে,  'কে ছিলো এক্ষুনি ?
আমার  নাম কে ডাকে শুনি ?
কই,  আর তো শুনি না !
সত্যি কি তাহ'লে
গেলো  আকাশ ভ'রে চ'লে
ঐ  আমার পরি-মা ?'

## হয়দ্রাবাদে সন্ধ্যা

( সরোজিনী নাইডুর ইংরেজি কবিতা অবলম্বনে )

আকাশে ঐ দ্যাখো না ফুটফুট পায়রা-গলা,
এখানে মুক্তো-ছিটে, ওখানে আগুন-জ্বলা।

নগরের সিংহদ্বারের মুখে ঠিক হাতির দাঁতের
মতো ঐ নদীর বাঁকা ঝিলমিল মিশলো রাতে।

মিনারেট ভাসলো ছায়ায়, আকাশে উঠলো আজান—
নগরের প্রাচীর-'পরে শান্তির শুভ্র নিশান।
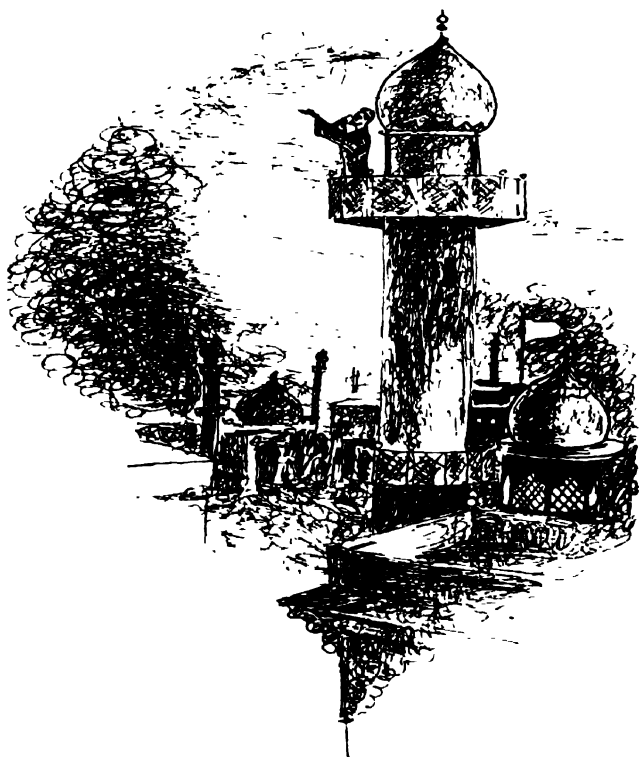
জানালার জাফরি-ফাঁকে কত যে রূপের রেখা
দেখা যায়, যায় কি না যায়, বিলাসের ঘোমটা-ঢাকা

হাতিরা অলস পায়ে বেঁকে যায় গলির মোড়ে,
রুপোলি ঘণ্টা বাজে রুপোলি সন্ধ্যা ভ'রে।

শোনো ঐ চার মিনারে নামে রাত ঘোড়ার খুরে,
টং‌টং তাল দিয়ে যায় করতাল কোথায় দূরে।

শহরের সাঁকোর উপর স্বপ্নের পাল্কি চ'ড়ে
আসে রাত রানীর মতো, প্রাসাদে, গরিব ঘরে।

## পুজোর ছুটির ছড়া

আসে পুজোর ছুটি,
ফের পুজোর ছুটি,
কেউ ওয়াল্টেয়ারে,
কেউ যাচ্ছে উটি—
যেথা তুষার জ্বলে
যেন আলতা-সোনায়,
যেথা ঢেউয়ের ফেনায়
চলে কী লুটোপুটি !

চলো সাগর-তীরে,
চড়ো পাহাড়-শিঙে,
হোক বিম্‌লিপটম,
হোক দারজিলিঙে।
বাঁধো তলপি এবার,
ছোটো ইস্টেশেনে,
চলো জলদি-ট্রেনে
চেপে হাওয়ার ঝুঁটি।

অত দূরের পথে
পুঁজি ফুরোয় যদি,
আছে সাঁওতালিয়া
কোনো লক্ষ্মী নদী।
সেথা জলের গানে
যেন শান্তি ঝরে,
দিক্- দিগন্তরে
পড়ে আকাশ লুটি'।

না কি  ঘরের কাছে
যাবে  ছোট্ট গ্রামে
যেথা  বাঁশের ঝাড়ে
চাঁদ  আটকে থামে,
পড়ে  খড়ের চালে
যেন  স্বপ্ন-ছায়া—
সেই  জ্যোছনা-মায়ায়
সব  বন্ধু জুটি।

আর  দৈবে এ-সব
যদি  মন না ভুলোয়,
কি  সাধ্যে তোমার
এর  কিছু না কুলোয়,
তবে  কলকাতাতেই
থাকো  কলকাতাতেই—
ঠিক  ভরবে তাতেও
সান্-  হনার মুঠি।

এই কলকাতাতেও
আছে ঠাণ্ডা হাওয়া,
আছে আকাশ ভ'রে
নীল চোখের চাওয়া ;
দ্যাখো সন্ধ্যা সকাল
ভ'রে আলোর খেলা,
আর মেঘের মেলা
খুলে চক্ষু দুটি।

বোসো ঘরের কোণে
খোলা জানলা-ধারে
মন চলুক ছুটে
কল্- পনার পারে,
শুধু সমস্ত মন
মেলে আকাশ ভ'রে
দ্যাখো অঝোর ঝরে
নীল পুজোর ছুটি।

## পাপ্পার জন্মদিনে

পাপ্পা, আমার ছোট্ট উঠোনটিতে
ফুটেছিলো গোলাপ, চাঁপাফুল,
অপ্‌রাজিতার নীল চোখের তলে
ঝুমকোলতার এলিয়ে-দেয়া চুল।
সূর্যমুখীর রং-মাখানো দিন,
জুঁই-ফোটানো সন্ধ্যারাতের ঘোর,
ঘুমের কালো নদীর মোহানায়
শিউলিফুলে শিউরে-ওঠা ভোর।
সে-সব ফুল কী হ'লো, আজ তুমি
শুধাও যদি—কী দেবো উত্তর ?
পাপ্পা, আমার শীতের অবেলায়
শুনতে কি চাও আলোর কলস্বর ?
তখনো যে আকাশ ছিলো লাল,
ঘাসের মুখে শিশির ছলোছলো,
আলোর টানে যাদের আনাগোনা
না-দিয়ে কি পারি তাদের, বলো !
তখন যারা আমার কাছে এসে
চ'লে গেছে দণ্ড দুয়েক পরে,
কিংবা যারা পথে চলার ধুলো
মুছে গেছে আমার দাওয়ার 'পরে,
তাদের আমি দিয়েছি সব তুলে—
দু-হাত ভ'রে—অপ্‌রাজিতা, চাঁপা,
রক্তবরন উদ্ধত গোলাপ,
স্বপ্নময় শিউলি কাঁপা-কাঁপা।

এমনি ক'রে বিলিয়ে দিলাম সব,
ভাবিনি তা তুচ্ছ কিংবা দামি,
তোমার জন্য কিচ্ছু বাকি নেই,
বাকি আছি কেবলমাত্র আমি।

পাপ্পা, আমার ছোট্ট বারান্দায়
অনেকগুলো ছিলো পোষা পাখি,
সন্ধ্যা সকাল দুপুরবেলা ভ'রে
সারাটা দিন রঙিন ডাকাডাকি।
ছোট্ট চড়ুই, ফুর্তি তার কত
ভোরের বেলা আলোর জানালায়,
মধ্যদিনে ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে
ঘুঘুর ডাকে কান্না ঝ'রে যায়।
উপচে পড়ে বুলবুলির শিস,
কোকিল তোলে উচ্ছ্বসিত তান,
যেন আমার আর-কোনো কাজ নেই,
কেবল হাওয়ায় বিলিয়ে দেবো গান।
সে-সব গান কী হ'লো, আজ তুমি
শুধাও যদি—কী দেবো উত্তর ?
পাপ্পা, আমার পাতা-ঝরার দিনে
কোথায় পাবো ফুলের খেলাঘর।
পাখিরা সব যে যার গান সেরে
মিলিয়ে গেলো দিনান্তের আলোয়,
গানগুলি সব ছড়িয়ে উড়ে গেলো
নানা দিকে, নানান পথের ধুলোয়।

জানি না আর তারপরে কী হ'লো,
হয়তো বা কেউ কুড়িয়ে নিলো ঘরে ;
বানের জলে ডুবলো বুঝি কত,
হয়তো আবার জাগবে নতুন চরে ।
সব হারিয়ে শূন্য হাতে আজ
তোমার কাছেই আস্তে এসে থামি,
তোমার জন্য আর-কিছু তো নেই,
আছি এখন কেবলমাত্র আমি ।

## আমেরিকায়

অমনি ক'রেই পাতা কাঁপে
আমেরিকায়—
নীল আকাশের বাঁকা রেখায়।
জানলা-কাচে বিকেলবেলার রঙিন হাওয়া
—চোখে দেখি—আনমনা তার আসা-যাওয়া ;
দুষ্টু ছেলের চোখের মতো,
মায়ের বুকের সুখের মতো,
ছোট্ট ঘন পাতায়-পাতায় ঝিরিঝিরি—
অমনি ক'রেই বারে-বারে ফিরে তাকায়, ভুরু বাঁকায়
আমেরিকায়।

অমনি ক'রেই সূর্য ডোবে
আমেরিকায়-
আগুন-লাগা রাঙা শিখায়।
আকাশ যেন কথার ভারে কান্না-পাওয়া,
বুকের রঙে আপনাকে তার বিলিয়ে যাওয়া ;
শব্দহারা ছবির মতো,
স্বপ্ন-দেখা কবির মতো,
কথার-পারে-কথার তাপে জ্বলোজ্বলো—
অমনি ক'রেই অনিমিখে চেয়ে থেকে দূরে লুকায়
আমেরিকায়।

অমনি ক'রেই সবে আমায়
নিলো চিনে—
পাপ্পা, তোমার জন্মদিনে।
ভেবেছিলাম বিদেশ বুঝি—নয়, তা তো নয়,
ভেবেছিলাম দূরে আছি—নয়, তা তো নয় :
পথে চলার মধ্যিখানে
চমক-লাগা খুশির টানে
অমনি ক'রেই সোনা ঝরে মনের পাখায়-
অমনি ক'রেই ফোটে তারা, খেলে শিশু, হাসে মেয়ে
আমেরিকায়।
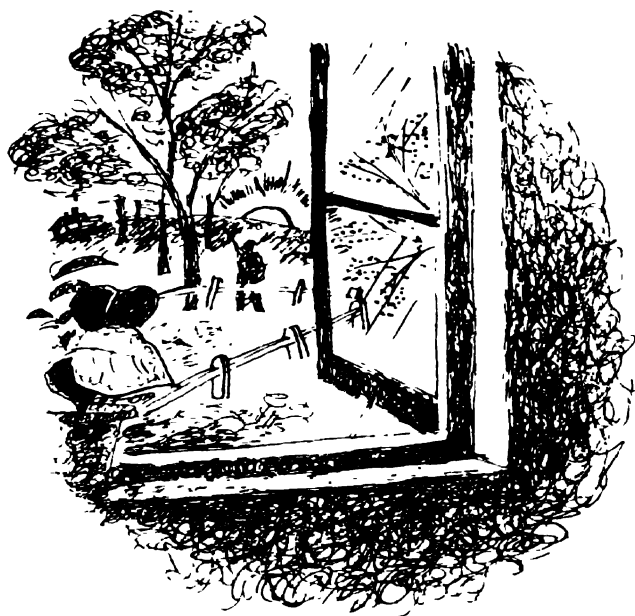
## ডলারের ছড়া

খোকনমোহন চৌধুরী
ডলার পেলেন ছয় কুড়ি।
ভাবলে মনে চড়বে এবার
রেশমি-ঝালর চৌঘুড়ি।

যা চ'লে যা এক ডলার,
পাচ্ছে খিদে, আন ফলার।
টাটকা নরম ঠাণ্ডা পীচ,
ডিম্ব-ভরা স্যাণ্ডুইচ।
একটা bun-এর লাঞ্চনে
জঠরটাকে লাঙ্গনে।
যা চ'লে যা দো ডলার,
যা চ'লে যা তিন ডলার,
পেস্তা বাদাম কয়েক মুঠো,
টুকটুকে লাল আপেল দুটো—
ডিনার সে তো আলুর তাল
সঙ্গে কিছু মটর ডাল—
ওরে ডলার, ছুটে যা
পথে দেরি করিস না,
যা তোরা আট-নয় জন
না যেন রে হয় কম।

শোবার আগে—রইলো বলা-
সাজিয়ে দিবি মস্ত কলা,
মাখন, রুটি, স্ট্রবেরি-জ্যাম,
মিষ্টি আঙুর এক ঝুড়ি।

খোকনমোহন চৌধুরী—
রইলো ডলার তুই কুড়ি।
ভাবলে মনে এতেই হবে
বাদলা দিনে শাল মুড়ি।

যা চ'লে যা এক ডলার,
লাগছে রে শীত, তোল কলার।
এক ডলারে কী হবে রে,
পাঁচ ডলারে একটা beret। *
কান দুটোকেও ঢাকতে হবে,
জানটাকে তো রাখতে হবে-
দেখছো কেমন ঘাড়ের তলায়
বরফ-হাওয়ার শুড়শুড়ি!
ডলার মশাই, দৌড়ে যান—
দাঁতের নাচন শুনতে পান?
ভাববো পরে অতঃ কিম্,
আনুন দেখি ইস্টকিং।

* beret = বেরে, একরকম টুপি।

উলের জামা, কম্ফটারে
যদি বা এই কম্প ছাড়ে
হাত দুটো তো আস্ত নেই,
আনতে হবে দস্তানাও।
রবার-জুতো বরফ-চলার
তাও তো লাগে—হায়রে ডলার,
তবে তোমার থাকলো কী?
একেবারে ভাগলে কি?
শীতের শেষে রাত পোহালে
খামকা হেসে, হালকা চালে
শুকনো-চিঁড়ে ফিরবে ঘরে
খোকনমোহন চৌধুরী—

জানতে পেরে আকাশ-পারে
দুষ্টু হাসে চাঁদ-বুড়ি।

## লক্ষ্মী-সরস্বতী

লক্ষ্মী দেবী ভালোমানুষ,<br>
অসংখ্য তাঁর ভক্ত,<br>
সরস্বতীর খামখেয়ালে<br>
নাগাল পাওয়া শক্ত।<br>
পুজো তাঁকে করতে হবে<br>
সপ্তাহে সাতদিনই,<br>
তাই ব'লে যে তুষ্ট হবেন<br>
তেমন তো নন ইনি।

সন্ধে সকাল রাত দুপুরেও<br>
সাধতে হবে তোমায়,<br>
কোনোমতেই সইবে না তাঁর<br>
একটি বেলা কামাই।<br>
কিন্তু যদি চিন্তা করো—<br>
মিটলো মনোবাঞ্ছা ?<br>
দেখবে তখন আরো অনেক<br>
দূরে তোমার প্রাণ চায়।

হঠাৎ যদি একটি কোনো
বর দিয়ে দেন দৈবে,
ভেবো না সেই ভাগ্য তোমার
চিরটা কাল রইবে।
দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে
দিব্যি তিনি পারেন,
ডান হাতে যা আজকে দিলেন
বাঁ হাতে তা কাল কাড়েন।
এইজন্যে সরস্বতীর
নেই পপুলারিটি,
পদ্মবনে একলা তাঁকে
দূরে রাখাই রীতি।

লক্ষ্মী আছেন ঘরে-ঘরে
মা-কাকিমার যত্নে,
সরস্বতীর বেস্পতিবার—
কারোই তাতে মত নেই।

মায়ের পাশে লক্ষ্মী দেবী
মন্দিরে জীবন্ত,
কোথাও আছে একটিও কি
সরস্বতীর জন্য ?
বেশি কি আর—বাংলা ভাষার
কাণ্ড দ্যাখো লক্ষ্মি',
ভালো হ'লেই ছেলে-বুড়ো
সকলে হয় 'লক্ষ্মী'।
পাপ্পা যখন পড়তে বসে
বেলুন-বাঁশি ফেলে,
তখন তারে কেউ কি বলে
'সরস্বতী ছেলে' ?

# সরস্বতী পুজোর পদ্য

( টুটুর জন্য )

১

সরস্বতীর পুজো সে কি
খইয়ের মোয়া, গাঁদার তোড়া ?
না কি ক খ গ ঘ-র সঙ্গে
সাশ্রুচোখে কুস্তি করা ?
তাহ'লে আর 'গাঁয়ের বধূ',
'লারে লাপ্পা' কেন শোনাও ?
বরং ক-খ-গ-ঘ-র সঙ্গে
এবার করো বনিবনাও।

২

বলতে পারো সরস্বতীর মস্ত কেন সম্মান ?
বিদ্যে যদি বলো, তবে গণেশ কিছু কম যান ?
সরস্বতী কী করেছেন ? মহাভারত লেখেননি,
ভাব দেখে তো হচ্ছে মনে তর্ক করাও শেখেননি
তিন-ভুবনে গণেশ-দাদার নেই জুড়ি পাণ্ডিত্যে,
অথচ তাঁর বোনের দিকেই ভক্তি কেন চিত্তে ?
সমস্ত রাত ভেবে-ভেবে এই পেয়েছি উত্তর
বিদ্যা যাকে বলি তারই আর-একটি নাম সুন্দর।

## সমস্যা

হাতে লেখা অক্ষর

খায় যদি ঠোক্কর,

কাটলেই হ'য়ে গেলো শেষ তার ;

ছাপার হরফে যত

ভুল করি নানামতো,

তা থেকে কেমনে পাই নিস্তার !

## হাওয়ার গান

হাওয়াদের বাড়ি নেই, হাওয়াদের বাড়ি নেই,
নেই রে।
তারা শুধু কেঁদে মরে বাইরে।
সারা-দিন রাত্রির বুক-চাপা কান্নায়
নিশ্বাস ব'য়ে যায় উত্তাল, অস্থির—
সে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে।
বলে তারা, 'পৃথিবীর সব জল, সব তীর
ছুঁয়ে গেছি বার-বার দুর্বার ইচ্ছায়,
তবু নেই, সে তো নেই, নেই রে।
সব জল, সব তীর, পাহাড়ের গম্ভীর
কন্দর, বন্দর, নগরের ঘন ভিড়,
অরণ্য, প্রান্তর, শূন্য তেপান্তর—
সব পথে ঘুরেছি বৃথাই রে।
পার্কের বেঞ্চিতে ঝরা পাতা ঝর্ঝর,
শার্সিতে কেঁপে-ওঠা দেয়ালের পঞ্জর,
চিমনির নিস্বনে, কাননের ক্রন্দনে
তার কথা কেবলি শুধাই রে।
তেমনি মিষ্টি ছেলে দোলনায় ঘুম যায়,
আবছায়া কার্পেট কুকুরের তন্দ্রায়,
ঘরে-ঘরে জ্ব'লে যায় স্বপ্নের মৃদু মোম—
সে-ই শুধু নিয়েছে বিদায় রে।
আঁধারে জাহাজ চলে, মাস্তুলে জ্বলে দীপ,
যাত্রীরা সিনেমায়, কেউ নাচে, গান গায় ;
আমরা তরঙ্গের বুকে হানি প্রশ্নের
অবিরাম নর্তন, মত্ত আবর্তন—
সে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে!

অবশেষে থামে সব, ডেক হয় নির্জন,
অকূল অন্ধকারে ফেটে পড়ে গর্জন,
সমুদ্র ওঠে দুলে, বাঁকা চাঁদ পড়ে ঝুলে—
আমাদের বিশ্রাম নেই রে।
আমাদের বাড়ি নেই, দেশ নেই, শেষ নেই,
কেঁদে-কেঁদে মরি শুধু বাইরে,
বার-বার পারাপার যত করি, তবু তার
নেই, নেই, দেখা নেই, নেই রে!
সময় অন্তহীন, অফুরান সন্ধান,
বিশ্বের বুক ফেটে ব'য়ে যায় এই গান-
কোনখানে গেলে তারে পাই রে!
খুঁজে-খুঁজে ঘুরে ফিরি বাইরে,
সুরে-সুরে ব'লে যাই—নেই রে,
চিরকাল উত্তাল তাই রে।'